ভাষা আন্দোলনের দলিল সংকলন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

ভাষা আন্দোলনের দলিল সংকলন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

ভাষা আন্দোলনের দলিল সংকলন

প্রকাশ কাল

ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

প্রকাশক

প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

কেন্দ্রীয় কমিটি

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণে

পলাশ প্রিন্টার্স

৫, আব্দুর রউফ রোড

কলতাবাজার, ঢাকা—১১০০

মূল্য : ১০ টাকা

ভূমিকা

বাংলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাস সংগ্রামের-বিদ্রোহের ইতিহাস ; মাথা নত না করা, পরাভব না মানার ইতিহাস। আবাহমান কাল থেকে চলে আসা এই ইতিহাসের ধারায় মহান ভাষা আন্দোলনের রয়েছে এক অনন্যসাধারণ স্থান। বাঙালীর সকল সাংস্কৃতিক কৃতি ও রাজনৈতিক-সামাজিক সংগ্রামের ধারায় যে উজ্জ্বল মানবিক, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ বিরাজমান—ভাষা আন্দোলন তার মহত্তম বহিঃপ্রকাশ। শহীদদের রক্তস্নাত এই সংগ্রাম বাংলাদেশের আপামর জনগণের আবেগ-অনুভূতির গভীরতম স্থানে আপন মহিমায় ভাস্বর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করছে এবং নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতেও তা করতে থাকবে।

সে সময় চরম কঠিন অবস্থার মধ্যে অপ্রকাশ্য অবস্থায় থেকেও কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই মহান ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল এবং বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলনকে গড়ে তোলা ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সাধ্যমত ভূমিকা রেখেছে। কমিউনিস্ট পার্টির সে সময়কার ভূমিকা সম্পর্কে জানা, বুঝা এবং তা থেকে শিক্ষা নেবার আগ্রহ পার্টির সদস্য-কর্মীসহ সচেতন জনসাধারণের রয়েছে। মূলতঃ এই দিকটি বিবেচনায় নিয়েই তখনকার পার্টির দলিলসমূহ হুবহু আমরা সহজলভ্য পুস্তিকাকারে প্রকাশ করছি।

মহান ভাষা আন্দোলন কোন দূর অতীতের ঘটনা নয়। অনেকের স্মৃতিতেই সেই ঘটনা এখনও দীপ্যমান। ঘটনা প্রবাহের বিবরণ নিয়ে, ছাত্র-জনগণের ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শক্তি ও ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে স্মৃতিকথা মূল্যায়ন, গবেষনামূলক গ্রন্থ-প্রবন্ধ বহুলভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এগুলোর মূল্য অপরিসীম। কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে এগুলোতে নানা বিষয়ে নানা ধরণের মূল্যায়ন ও বিতর্ক রয়েছে। এসব বিতর্ক ও মূল্যায়ন অনেক ক্ষেত্রে পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তবে বিতর্ক ও বিভিন্ন ধরণের মূল্যায়ন থাকাটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কেননা একই অবস্থানে থেকে, একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকলে ঘটনার মধ্যে থাকেন না, দেখেনও না। স্মৃতিও অনেক ক্ষেত্রে সবটা ধরে রাখতে পারে না। তাছাড়া সদা প্রবাহমান ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মতামত ও

অবস্থান পরিবর্তিত হয় এবং তা স্বাভাবিকভাবেই স্মৃতিকে প্রভাবিত করে। এ ক্ষেত্রে ঘটনার সময়কার দলিলসমূহ ঘটনাবলী অনুধাবন করতে, দল-শক্তি ও ব্যক্তির ভূমিকা স্পষ্ট করতে অনেকাংশে সাহায্য করে। দলিলসমূহ এই ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশের সময় এ দিকটিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার দলিলসমূহ সংগ্রহ ও প্রকাশ করার প্রধান কৃতিত্ব প্রখ্যাত গবেষক বদরুদ্দীন উমরের। এজন্য তাঁকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি দলিলসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আলবদর রাজাকারদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের কাছ থেকে। প্রয়াত শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা এবং ভাষা আন্দোলনের সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোষ্টেল ব্যারাকে আত্মগোপন অবস্থায় থেকে পার্টির পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে আন্দোলন পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছিলেন। দলিলসমূহ প্রকাশের সময় এই প্রয়াত নেতার মহান অবদান ও স্মৃতি আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

প্রকাশিত দলিলসমূহ পাঠ করার মাধ্যমে পাঠকগণ পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে সক্ষম হবেন। তবুও সাধারণ পাঠকদের কথা বিবেচনায় নিয়ে মহান ভাষা আন্দোলনে পার্টির বিশেষ অবদান সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে এখানে কয়েকটি কথা তুলে ধরা হলো।

ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে তখনকার যে রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে কাজ করতে হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত ভূস্বামী, বড় ধনিক ও সাম্রাজ্য-বাদী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষক প্রতিক্রিয়াশীল মুসলীম লীগ সরকার প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বিপজ্জনক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করে এবং পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও দমননীতি জোরদার করে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্রমাবনতি ও দাঙ্গা-হানাহানিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন-গণের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোকে তছনছ করে দেয়। এ অবস্থাতেও পার্টি ১৯৪৮ সালের প্রথম পর্যায়ের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়-ভাবে অংশ গ্রহণ করে। বাংলাকে গণ পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবীতে ১১ই মার্চ '৪৮ অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম সাধারণ ধর্মঘট সফল করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা সর্বত্র সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করে। সে সময়ে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক রনেশ দাশগুপ্তও গ্রেপ্তার

বরণ করেন। ক্রমে পার্টির উপর দমননীতি তীব্রতর হতে থাকে। এই কঠিন ও বিপর্যয়কর বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় না দিয়ে পার্টি বিপ্লব গড়ে তোলার অতিবাম ও হটকারী রণকৌশল ও শ্লোগান উত্থাপন করে। এতে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পার্টির উপর চরমভাবে দমন ও নিপীড়ন চালানোর আরো সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে পার্টিকে অপ্রকাশ্য ভাবেই কাজ করতে হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বেআইনী ঘোষণা করা না হলেও দণ্ড দমননীতির ফলে কার্যতঃ পার্টিকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড জীবন বেছে নিতে হয়। সামগ্রিক বিপর্যয়ের মধ্যে পার্টির মূল কাঠামো কোন রকমে ঠিক থাকলেও সাংগঠনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে তখন প্রায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ১৯৫১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে পার্টি অতিবাম ও হটকারী লাইন পরিত্যাগ করে এবং পূর্ব বাংলার নবজাগ্রত আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ ও অগ্রসর করার কাজে উদ্যোগী হয়। এই সময়ে নবগঠিত যুবলীগে পার্টির তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং সংগঠনটি বিরোধী সংগঠনগুলোর মধ্যে সাংগঠনিকভাবে দেশব্যাপী সবচেয়ে সুশৃংখল ও শক্তিশালী হয়ে উঠে।

১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' এই ঘোষণা দিলে ভাষা আন্দোলন গতিবেগ অর্জন করে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রবেশ করে। শুরু থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে বিভিন্ন ছাত্র-যুব রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত এই সংগ্রামকে অগ্রসর করে নিতে সচেষ্ট থাকে। এই গৌরবময় আন্দোলনে পার্টির বিশেষ অবদান নিম্নরূপ :

প্রথমত : খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তৃতার পর ৩১শে জানুয়ারী, ঢাকা বার লাইব্রেরীর সর্বদলীয় সভার সিদ্ধান্তে যে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় তাতে অপ্রকাশ্য কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ উদ্যোগ ছিল। এখানে যুব লীগ প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়। যুব লীগের বৈঠকে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তীতে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে তা পরিচালনার ক্ষেত্রে যুব লীগের প্রতিনিধি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সমর্থকরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এ সম্পর্কে 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' 'গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৫০) বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন "কারণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যারা সক্রিয়ভাবে পরিচালনার চেষ্টা করেছিলেন এবং তার উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা

সমর্থক হিসাবে তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তাঁদের আন্দোলনগত চিন্তাধারা ও লাইন উপরোক্ত সাকুলারের (১১ই ফেব্রুয়ারী '৫২ সালে পার্টির সার্কুলার; (৪—১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) লাইন অনুযায়ীই মূলতঃ গঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল।"

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে বিভিন্ন দল, মত ও ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। নানা মতের ঘাত প্রতিঘাতে অনেক সময়েই সংগ্রাম পরিষদ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেই সংকটময় মুহূর্তগুলোতে পার্টি ঐক্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বদরুদ্দীন উমর তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের 'পর্যালোচনা' অংশে (পৃষ্ঠা ৪৭৪) লিখেছেন, "কাজেই কমিউনিষ্ট পার্টি যুবলীগের মধ্যে নিজেদের যোগাযোগের মাধ্যমে এবং ইস্তেহার ছড়িয়ে সর্বদলীয় কমিটির গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেয় এবং তার ফলে সেই কমিটিকে আবার চালু করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।" ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণকারী তৎকালীন মেডিকেল ছাত্র, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জনাব আহমদ রফিক 'একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস' (পৃষ্ঠা ৭) 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং শক্তির সংঘবদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনে' পার্টির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। পার্টির 'ভাষা আন্দোলনের পর্যালোচনা' দলিলে (৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে "কিন্তু পার্টি নেতৃত্ব সব সময় এই সঠিক নীতি অনুসরণ করেন যে, সংগ্রাম পরিষদের ভিতর ঐসব সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পরিষদের সর্বদলীয় চরিত্র ও ঐক্য বজায় রাখা। পার্টির এই নীতির জন্য সংগ্রাম পরিষদের ও আন্দোলনের ঐক্য বজায় রহিয়াছে।"

দ্বিতীয়তঃ ভাষা আন্দোলনে ন্যায্য ও সঠিক দাবী উত্থাপনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আন্দোলনের প্রথম দিকে সংগ্রাম কমিটির ভিতরে ও বাইরের একাংশের মধ্যে উগ্র জাত্যাভিমানের ভাবধারা প্রবলভাবে দেখা দেয়। ৩১শে জানুয়ারী '৫২ ঢাকা বার লাইব্রেরীতে আয়োজিত সর্বদলীয় বৈঠকে বক্তৃতায় এমন সুর ধ্বনিত হয় যে, "বাংলা যখন সংখ্যাগুরুর মাতৃভাষা তখন বাংলাকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে হবে" (বদরুদ্দীন উমরের পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃষ্ঠা ২২৩)। ঐদিন সভার সিদ্ধান্তেও এর ছাপ লক্ষ্য করা যায়। সভায় গৃহীত ৫টি প্রস্তাবের ৪ নম্বর প্রস্তাবে বলা হয়, "এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা হইবে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের রাষ্ট্রভাষা; আর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ

যদি উর্দুকে তাহাদের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে উর্দুও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হইবে।"এই প্রস্তাব সম্পর্কে পার্টি'র ভাষা আন্দোলনের পর্যালোচনা দলিলে (৩৯পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বলা হয় যে,"... ভাষার আন্দোলনকে শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গবাসীদের লড়াই বলিয়া মনে করে এবং সেজন্য তাহারা অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে কিছু বলিতে বা পাকিস্তানের জনগণের সকল ভাষার সমান মর্যাদার আওয়াজ তুলিতে চান নাই।"

প্রথম থেকে পার্টি সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধৈর্য ধরে সংগ্রাম পরিষদের ভিতরে ও বাইরে উপরোক্ত জাত্যাভিমানী ভাবধারার বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করে। ভাষা সমস্যার সমাধানে পার্টি'র বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট : "(১) পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে রাষ্ট্রে সমান মর্যাদা দিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে চলিবে। (২) বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, বেলুচি, উর্দু ভাষা-ভাষী প্রভৃতি সকল জাতিকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার ও রাষ্ট্র কার্য্য পরিচালনার অধিকার দিতে হইবে। কোন ভাষাই অপর ভাষাভাষী জাতির উপর চাপানো চলিবে না।" (৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) জাতীয় ও গণ-তান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে এই ন্যায্য ও যুক্তি সংগত দাবী উত্থাপনের জন্য অগ্র-গামী বাহিনী হিসাবে পার্টি তার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে এবং এজন্য পার্টি গৌরববোধ করতে পারে।

পরবর্তী সময়ে ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি'র উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীই গৃহীত হয়েছিল এবং বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদা দানের বিষয়টি সামনে চলে এসেছিল। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল নেতা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের কাছ থেকে এই আন্দোলনে সমর্থন ও সহানুভূতি আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। মুসলিম লীগও এ দাবী তোলার জন্যই জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয় নি।

তৃতীয়তঃ দেশব্যাপী ২১শে ফেব্রুয়ারী সভা-শোভাযাত্রা ও সাধারণ ধর্ম-ঘটের কর্মসূচী সফল করতে পার্টি বিশেষ অবদান রেখেছিল। ১১ই ফেব্রুয়ারী জেলাসমূহে প্রেরিত সার্কুলারে (৪—১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বলা হয় যে "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির নেতৃত্বে ও উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রচার, সাধারণ ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা করার ব্যবস্থা করুন।"

২১শে ফেব্রুয়ারী সভা, শোভাযাত্রা সফল করার প্রচেষ্টা পার্টি গ্রহণ করলেও সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারীর মাধ্যমে জনসভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ

মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করা হবে কি হবে না এ প্রশ্নে সংগ্রাম পরিষদের ভিতরে ও বাইরে মতদ্বৈততা দেখা দেয়। সংগ্রাম পরিষদের ২০শে ফেব্রুয়ারীর রাতের বৈঠকে ১১/৪ ভোটে (১ জন নিরপেক্ষ) ২১শে ফেব্রুয়ারী মিছিল না করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৪৪ ধারা ভাংগা প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কি ছিল তা নিয়ে নানা ধরনের মত রয়েছে। কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের মত নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

খোকা রায়, পার্টির তৎকালিন প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, (সংগ্রামের তিন দশক : পৃষ্ঠা ১১৬) ঃ "২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার পরে পার্টির কয়েকজন আণ্ডার গ্রাউণ্ড প্রাদেশিক নেতা ও পার্টির যুব, ছাত্র নেতাদের এক বৈঠক হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পরে সে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ২১ তারিখ ছাত্র মিছিল করার জন্য একটি প্রস্তাব পার্টির ছাত্র নেতাদের পক্ষ থেকে পরের দিন ছাত্র সমাবেশে উত্থাপন করা হবে। সে প্রস্তাব সম্পর্কে ঐ ছাত্র সমাবেশ যে রায় দেবে পার্টির সব সভ্য ও কর্মী তা মেনে চলবে।"

শহীদুল্লাহ কায়সার, পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সভ্য, পার্টির পক্ষে থেকে ভাষা সংগ্রাম পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত (বদরুদ্দীন উমরকে দেওয়া সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ২৫৮-২৫৯): 'তোয়াহা 'অলিআহাদ' দেওয়ান মাহবুব আলী এবং সামাদকে তকিউল্লাহ নির্দেশ দিলেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য চাপ দিতে কিন্তু অন্যদেরকে যদি এ ব্যাপারে রাজী করানো সম্ভব না হয় তাহলে তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। কিন্তু প্রাথমিক কিছু আলোচনার পরই দেখা গেল যে, আওয়ামী লীগের লোকেরা এবং সংগ্রাম কমিটির অন্যসব অ-পার্টি সদস্যরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে অনিচ্ছুক। সুতরাং পার্টিকে দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলো।

একটি জরুরী বৈঠকে পার্টির সিদ্ধান্ত, গ্রহণ করলো যে, পার্টি কোন অবস্থাতেই সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির মধ্যে কোন ভাঙ্গন ঘটাতে দেবে না। কোন extremism কেও উৎসাহিত করা হবে না কারণ সেই ধরনের ঘটনা সরকার কর্তৃক খুব সুবিধাজনকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। সেজন্য পার্টি তোয়াহা অলি আহাদ, সামাদ এবং দেওয়ান মাহবুব আলীকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিলো যে তারা যেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য চাপ সৃষ্টি না করেন। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সদস্য। তাদেরকে আরো বলা হলো যে,...যে কোন জরুরী অবস্থার ফলে অল্প দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন স্থগিত, হয়ে যেতে পারে তা পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক জীবনে হবে একটি বিরাট Setback।"

মোহাম্মদ তোয়াহা, যুবলীগের প্রতিনিধি হিসাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য (একুশের সংকলন—৮১, স্মৃতিচারণ, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬, বাংলা একাডেমী) : "সেদিন কার কি ভূমিকা এ নিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। সত্য ঘটনা হলো ; আমি ছিলাম কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রতিনিধি, আর অলি আহাদ মেম্বার। সেখানে বেশ জোর দিয়েই সেদিন আমি বলেছিলাম যে, ১৪৪ ধারা ভংগ না করলে আর এক কদমও এগুনো যাবে না : কিন্তু আমি ভোটাভুটিতে যেতে রাজী নই। ..এছাড়া সেসময় আমি অপেক্ষা করছিলাম আমাদের পার্টি'র কোন নির্দেশ আমার কাছে আসে কি না। কিন্তু পার্টি'র পক্ষ থেকে সেদিন কোন নির্দেশ আমার কাছে আসে নি। এ বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি'কে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছিল যে, সামনে নির্বাচন—এ সময় যদি গোলযোগ হয় তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেবে। এ জন্যেই না-কি কমিউনিস্ট পার্টি' ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।"

মোহাম্মদ সুলতান, যুব লীগ ও ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা (একুশের সংকলন—৮০, স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৮১বাংলা একাডেমী) : "...শহীদুল্লাহ কায়সার এবং তোয়াহা সাহেব ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁরা বল্লেন, কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা ঠিক হবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা যদি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিয়েই নেয় তাহলে যেন তা সত্যাগ্রহীর আকারে করা হয়। অর্থাৎ আমরা যে মিছিল করতে যাচ্ছি, সে মিছিল ১০ জন ১১ জন করে এক একটি দল করে যেন একে একে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়।' ১৪৪ ধারা জোর করে ভেঙ্গে সমস্ত আন্দোলনটি যাতে বিশৃংখল-বিক্ষিপ্তরূপ না নেয় তার জন্যেই আমরা প্রস্তাবের সংগে একমত হয়েছিলাম।"

গাজিউল হক, ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা, ২১শে ফেব্রুয়ারী আমতলার ঐতিহাসিক সভার সভাপতি (একুশের সংকলন ৮০-, স্মৃতিচারণ, বাংলা একাডেমী পৃষ্ঠা ১৪১) : "কমিউনিস্ট পার্টি' তখন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ছিল না। 'আওয়ামী মুসলিম লীগ যে দিকে চলবে সে দিকে হাল ধরা' এটুকুই ছিল তাদের তখনকার রাজনৈতিক কর্মপন্থা। ১৪৪ ধারা যে ভাঙ্গা হবে না এ সম্পর্কে তাঁরা তাদের কর্মীদের পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। পার্টি'র সিদ্ধান্তটুকু সন্ধ্যার দিকেই আমরা যাঁরা পার্টি'র সাথে যুক্ত ছিলাম তাদের হাতে আসে।"

আহমদ রফিক, ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণকারী, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী (একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৭-১১) : "বিশে

ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা জারির পর যে অস্বাভাবিক ও জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় তাতে করে গোপন আস্তানায় দিনের পর দিন বসবাসকারী পার্টি নেতৃত্বের পক্ষে ছাত্র জনমত যাচাই করা যেমন কষ্টকর ছিলো, তেমনি অসুবিধাজনক ছিল চট জলদি ১৪৪ ধারা অমান্যের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা ও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এমনকি সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক থেকে শুরু করে প্রবীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আবুল হাশিম, কামরুদ্দিন আহমদ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিরোধী। তাই বুঝতে কষ্টহয় না কেন পি-ওসি'র তরফ থেকে শহীদুল্লাহ ছাত্র এলাকায় ছাত্রদের মতামত যাচাই করতে এসেছিলেন ঐদিনেই অর্থাৎ বিশে ফেব্রুয়ারী রাত্রেই।...এতসব সত্বেও পার্টি এ সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি এবং সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত তোয়াহা-অলি আহাদকে তা জানাতে পারে নি। ...হয়তো এইসব নানা বিবেচনায় পার্টি বিষয়টি তাদের নিজস্ব ছাত্রগ্রুপের বিবেচনার উপরেই ছেড়ে দিয়েছিল।...বলা বাহুল্য যে ভাষা আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকরী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ মাত্র। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট দুর্বলতাগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা চলে। ...বেশ বোঝা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রদের মতামতের উপরই পার্টি নির্ভর করেছে খুব বেশী, যাতে আন্দোলন জনসমর্থনহীন সংকীর্ণ খাতে না পৌঁছায় এবং তখনকার বাস্তব অবস্থা বিচারে এই চিন্তা ভ্রান্ত বলা যায় না।"

বদরুদ্দীন উমর, প্রখ্যাত গবেষক (পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, পৃষ্ঠা ৪৯৩-৪৯৪) ঃ "অন্যভাবে বিষয়টিকে দেখলে বলা যেতে পারে যে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিলো তার গতিকে তৎকালীন যুব লীগ সঠিকভাবেই অনুধাবন করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। যে ভাবেই দেখা যাক, এ কথা অনস্বীকার্য যে ২০শে তারিখে রাত্রি থেকে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র ও যুব লীগ কর্মীরাই সাংগঠনিকভাবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ছাত্রদের এই সাফল্য দেখে যুব লীগের একাংশের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিলো যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিকে বাতিল করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির মাধ্যমেই তারা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।...

কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য প্রথম থেকেই এই ধারণার বিরোধী ছিলো এবং এই বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে ছাত্রদের সংগ্রামকে তারা জনগণের সামগ্রিক সংগ্রামের

সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলো। এটাই ছিল অন্যতম কারণ যার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি শুধু ছাত্রদের উপর নির্ভর করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষপাতী ছিলো না। তবে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য যখন বদ্ধপরিকর হলো এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী সেই অনুযায়ী একের পর এক পদক্ষেপগুলি নিতে শুরু করলো তখন কমিউ-নিস্ট পার্টিও তাদের সঙ্গে একত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে সর্বতোভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিল।

এ প্রসংগে পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে ভাষা আন্দোলনের পর্যালোচনা দলিলে (পৃষ্ঠা ৩৯) আত্মসমালোচনামূলকভাবে বলা হয়েছে যে, "...এই আন্দোলন যে এত তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করিতে পারে তাহা পার্টি নেতৃত্ব বুঝিতে পারে নাই। জনগণের মনে সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগিয়াছিল তাহা পার্টি নেতৃত্ব ছোট করিয়া দেখিয়াছিল। এই কারণেই ২০শে তারিখ ১৪৪ ধারা জারী হওয়ার পর কি কর্তব্য হইবে এই সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না দিয়া সে দিন পার্টি নেতৃত্ব কমরেডদের শুধু বলিয়াছিলেন যে, ২১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র জমায়েত করিয়া সেখানে পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক এবং কমরেডরা যেনো সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া নেন। অবশ্য ২১শে তাং ছাত্রদের মনোভাব সঠিকভাবে বুঝিতে পারিয়া কমরেডরা বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সঠিক ভাবেই সিদ্ধান্ত করেন যে ১৪৪ ধারা থাকা সত্ত্বেও ১০জন ১০ জন করিয়া মিছিল করা দরকার। তাদের এই সঠিক সিদ্ধান্তই সমস্ত আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া দেয়।" এই পর্যালোচনার বক্তব্যই সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় পার্টি ২১শে ফেব্রু-য়ারীর গৌরবময় ঘটনাবলীর সাথে কিভাবে যুক্ত ছিল। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্পর্কে পার্টির উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে ২১শে ফেব্রুয়ারী শোভাযাত্রার কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য সাধারণ ছাত্রদের মেজাজ বুঝে যুবলীগের নেতৃবৃন্দ উদ্যোগী হতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অন্যান্য রাজনৈতিক দল যেখানে ছিল ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সম্পূর্ন বিরোধী সেখানে পরিস্থিতি বিবেচনায় বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের দায়িত্ব আন্দোলনের নেতাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অপ্রকাশ্য পার্টি নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী করতে পারে।

চতুর্থতঃ ভাষা আন্দোলনে মজুর শ্রেণী ও কৃষক সমাজ যাতে অগ্রসর হয়ে আসে সেজন্য পার্টি শুরু থেকেই বিশেষ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। পার্টির, এই ধারাবাহিক সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাঝে যখন ২১শে ফেব্রুয়ারীর বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে তখন সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের মানুষের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হয়ে উঠে। এই অবস্থায় ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে রেল শ্রমিকরা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জে সমস্ত মিল এলাকায় হরতাল সফল করার ক্ষেত্রে

কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ ভূমিকা নেয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সমস্ত জেলা শহরে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রার যে ঢেউ উঠে তাতেও পার্টি বিশেষ ভূমিকা নেয়। পার্টি এই সংগ্রামকে 'গৌরবময় জাতীয় সংগ্রাম' বলে আখ্যায়িত করে। বলা যায়, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে গণসংগ্রামের যে নতুন অধ্যায় সূচিত হয় তাতে পার্টি যথাসাধ্য ভূমিকা নেয়।

পঞ্চমতঃ ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকেই পার্টি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে আন্দোলনকে অগ্রসর করতে সচেষ্ট থাকে। অপ্রকাশ্য থাকা সত্ত্বেও প্রায় প্রতিদিন বিবৃতি, প্রচারপত্র দেওয়া অব্যাহত রাখে। তাছাড়া জেলাসমূহে নিয়মিত সার্কুলার প্রেরিত হয়। দলিলসমূহ পাঠ করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে পার্টি সঠিক সময়ে সঠিক রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরে বিভিন্ন অবস্থায় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের লক্ষ্যে মোড় ঘুরানোর কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বিশেষতঃ পার্টি ভাষা আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেওয়ার সাথে সাথে এই আন্দোলনকে একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী করতে সচেষ্ট থাকে। পার্টির পক্ষ থেকে "নূরুল আমিন গদী ছাড়ো" এবং "প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে যুক্ত নির্বাচন প্রথায় অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক"—এ দুটি দাবী (২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) জোরে সোরে উত্থাপিত হয়। এই সাথে পার্টি "একটি সম্মিলিত কার্য্যসূচীর ভিত্তিতে বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠনের" দায়িত্ব (৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বিশেষ ভাবে সামনে রাখে। পার্টির এই রাজনৈতিক লক্ষ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ণতা লাভ করে।

ষষ্ঠতঃ পার্টি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। ১৩ই এপ্রিল '৫২ এর সার্কুলারে (৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বলা হয় যে, "... এই আন্দোলনের ভিতর দিয়াই পাকিস্তানের সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারের আন্দোলনও জাগ্রত হইয়া উঠিবে। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতিরই জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।"

ভাষা আন্দোলনে অবদানের সাথে পার্টির দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা যে নেই তা নয়। দলিলসমূহে এর আত্মসমালোচনামূলক স্বীকৃতিও রয়েছে। দুর্বলতা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কঠিন অবস্থার মধ্যে থেকে ঐ দিনগুলোতে পার্টি যে অবদান রেখেছে তা আমাদের পার্টির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এই অবদান বাঙালী

জাতির আবাহমান কাল থেকে চলে আসা গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ ও আন্দোলনের ঐতিহ্যের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে মিশে গিয়ে পার্টিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই পার্টি চলছে এবং ভবিষ্যতে চলার অঙ্গীকার করছে।

পার্টির পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলনের দলিলসমূহ প্রকাশ করার সময় সে সময়কার পার্টির নেতা, সদস্য ও কর্মীদের বিশেষতঃ দলিল রচয়িতা নেতৃবৃন্দের স্মৃতি আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দল-মতের ভাষা সৈনিকদের অবদানও আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের জন্য রইল আমাদের সশ্রদ্ধ রক্তিম অভিনন্দন।

শেখর দত্ত
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

ঢাকা
১১ই ফেব্রুয়ারী '৮৯

বাংলা ভাষার অধিকার ও সকল ভাষার সমান মর্য্যাদা কায়েম করুন

পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দীন গত ২৭শে জানুয়ারী ঢাকায় বক্তৃতা দানকালে "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে" বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন আমরা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছি।

১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন জনাব নাজিমুদ্দীন প্রবল গণ-আন্দোলনের চাপে বাংলা ভাষা সম্পর্কে যে ওয়াদা করিয়াছিলেন, এই ঘোষণা জাতির জন্মগত অধিকার ও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার কাড়িয়া নিতে উদ্যত হইয়াছেন। নিজের শোষণের সুবিধার জন্য জনগণকে পশ্চাদপদ রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজ আমাদের দেশে ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করিয়া জনগণের শিক্ষা ও কৃষ্টিগত উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। পাকিস্তানের বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্টিও জনগণকে নিরক্ষর ও পশ্চাৎপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য বাংলার উপর আরবী হরফ চাপানো ও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করিয়া জনগণের শিক্ষা ও কৃষ্টিগত উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছে।

ভাষার ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্য লীগ নেতারা বলিয়া থাকেন যে, "ইসলামী তমদ্দুন" ও "জাতীয় সংহতির" জন্য একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা দরকার।

কিন্তু এই যুক্তি অসার। যেখানে পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির বাস, যেখানে পাকিস্তানের অর্দ্ধেকের বেশী লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন, যেখানে সমস্ত দেশ অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, সেখানে "ইসলামী তমদ্দুনের" নামে কেবল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপাইয়া দিলে সমস্ত জনগণের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

যদি প্রত্যেকের ভাষাকে সম মর্য্যাদা দেওয়া না হয়, যদি বিভিন্ন ভাষাভাষি জনগণকে নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও রাষ্ট্রের কাজ চালাইবার অধিকার দেওয়া না হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির ভিতর সংহতির পরিবর্তে আসিবে জাতিগত, প্রদেশগত রেশারেশি ও বিভেদ।

পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির ভাষা ও কৃষ্টিগত উন্নতির উপরই পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতি ও সংহতি নির্ভর করে। পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি যেমন—বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি বেলুচি—প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী উন্নতি লাভ করুক, সমস্ত ভাষা যেমন-উর্দু বাংলা, পুস্ত, পাঞ্জাবী, সিন্ধি সমস্ত ভাষাকেই রাষ্ট্রে সমান অধিকার দেওয়া হোক—ইহাই পাকিস্তানবাসী সকল জাতির কাম্য। কিন্তু লীগ সরকার উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করার চেষ্টা করিয়া শুধু বাঙ্গালীর অধিকার ও কৃষ্টির উপরই আক্রমণ করিতেছেন। ইহাতে পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হইবে। তাই 'বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা ও সকল ভাষার সম মর্য্যাদা দান'—পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী ব্যক্তির দাবী। এই দাবীর পিছনে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সকল জনসাধারণকে সমবেত হওয়ার জন্য আমরা আহবান জানাইতেছি।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি অতীতের ন্যায় এবারও বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিরোধ উস্কাইয়া ভাষা আন্দোলনকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করিবে। এই বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে সজাগ থাকিয়া বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সকলকেই আজ বুঝিতে হইবে যে, ভাষার অধিকারের জন্য এই আন্দোলন, উর্দু বিরোধী বা অবাঙ্গালী বিরোধী আন্দোলন নহে। ইহা সরকারের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন। ভাষার ক্ষেত্রে লীগ সরকারের স্বেচ্ছা-চারী নীতিকে ব্যর্থ করার জন্য বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই আজ প্রয়োজন।

ঢাকার ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকগণ ৩০শে জানুয়ারী ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা করিয়া প্রধান মন্ত্রীর উদ্ধত ঘোষণার সমুচিত জবাব দিয়াছেন ও বাংলা ভাষার ন্যায় অধিকার কায়েম করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ৩১শে জানুয়ারী বিভিন্ন দলের মিলিত সভায় বাংলাভাষার অধিকারের দাবী ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে। আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে ধর্মঘট পালন করিয়া ভাষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য সকল দল ও প্রতিষ্ঠান আহ্বান জানাইয়াছেন। আমরা জনসাধারণের এই সংগ্রামকে মোবারকবাদ জানাইতেছি।

আমরা পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণী, দল, প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সমস্ত জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে বিরাট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দ্বারা বাংলার উপর আরবী হরফ চাপানোর চক্রান্তকে ব্যর্থ করুন এবং বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা ও উর্দু ভাষার সমান মর্যাদা দানের ন্যায় সঙ্গত দাবীকে প্রতিষ্ঠা করুন।

এই আন্দোলনকে সফলভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রদেশের সর্বত্র শহরে ও গ্রামে সর্বদলীয় শহর কমিটি ও মহল্লা কমিটি গঠন করুন।

২ শরা ফেব্রুয়ারী

পূর্ব্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি

পি ও সি

সার্কুলার নং ১০

রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন

প্রিয় কমরেডস্,

২৭ শে জানুয়ারী ঢাকার সভায় বক্তৃতা দানকালে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে—"উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে।" এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে আবার রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত উক্তির প্রতিবাদে ও 'বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার' দাবীতে ৩০শে জানুয়ারী ইউনিভারসিটি ছাত্রদের নেতৃত্বে প্রথম প্রতীক ধর্মঘট, সভা শোভাযাত্রা হয় এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়।

৩১ শে জানুয়ারী 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' পরিচালনার জন্য একটি 'সর্ব্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' গঠিত হয়।

'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘট করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্তের প্রতি বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি, পরিপূর্ণ সমর্থন জানান। সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের যুক্ত প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সাধারণ ধর্মঘট দারুণভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে—সমস্ত স্কুল কলেজে পরিপূর্ণ হরতাল পালিত হইয়াছে। ইউনিভারসিটি প্রাঙ্গনে বিরাট সভা হইয়াছে এবং সভার পর প্রায় ১½/২ মাইল লম্বা বিরাট এক শোভাযাত্রা সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। ঢাকা শহরে এত বড় শোভাযাত্রা পূর্বে আর কখনও হয় নাই। এই শোভা-যাত্রার প্রধান আওয়াজ ছিল বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই।

বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্ব্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি ও ইউনিভারসিটি রাষ্ট্রভাষা কমিটি ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালন করার আহবান জানাইয়াছেন। সারা

প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে পরিব্যাপ্ত করার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘটের আহবানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলা খুবই জরুরী।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন পূর্ববঙ্গে একটি শক্তিশালী গণ আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া ওঠে। সেই সময়ের শক্তিশালী ভাষা আন্দোলনের চাপে পড়িয়া স্বয়ং নাজিমুদ্দিন সাহেবই ওয়াদা করিয়াছিলেন যে বাংলা ভাষাও যাহাতে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গণ্য হয়, তাহারই ব্যবস্থা তিনি করিবেন। কিন্তু নাজিমুদ্দিন সাহেবই সেই ওয়াদা খেলাপ করায় রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন আবার শুরু হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের আন্দোলন হইতেও এবারের আন্দোলন অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকারের স্বরূপ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী জনসাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। এই সময়ে রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালিত হইলে পূর্ববঙ্গের জনগনের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং বাঙ্গালী ও অন্যান্য জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া আগাইয়া যাইবে।

অতএব রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এবং একটি শক্তিশালী ও ব্যাপক গণ আন্দোলনে পরিণত করার জন্য পার্টিকে আজ সঠিক কর্মপন্হা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

'বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কর' এই দাবী বাঙ্গালী জাতির জাতীয় অধিকারের দাবী, এই দাবী বাঙ্গালী জাতীর জন্মগত অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী। অতএব রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন বাঙ্গালী জাতীর জাতীয় অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন কেবল বাঙ্গালী জাতিরই আন্দোলন নয়, রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন পাকিস্তানের সকল ভাষা-ভাষি জাতি যেমন বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, বেলুচি প্রভৃতি সকল জাতির ভাষা ও কৃষ্টিকে সম মর্য্যাদা দেওয়ার আন্দোলন, এই আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির সমগ্র জনসাধারণের আন্দোলন।

রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন ১৯৪৮ সালেই পূর্ববঙ্গে একটি শক্তিশালী আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এবারও সেই আন্দোলন যে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আন্দোলনের দুর্বলতাগুলি লক্ষ্য করিয়া তাহা দূর করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার।

আন্দোলনের দুর্ব্বলতা ঃ রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন এখনও বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ! অবাঙ্গালী ছাত্র ও জনসাধারণ এখনও এই আন্দোলনে তাহাদের যোগ্য

অংশগ্রহণ করে নাই, এবং অবাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে এই আন্দোলন সম্পর্কে নানারকম ভুল ধারণা আছে। অনেক অবাঙ্গালী এই আন্দোলন উর্দু বিরোধী মনে করিয়া এই আন্দোলনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এবং বিরোধী ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। অতএব রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কে অবাঙ্গালী ও বাঙ্গালীর মধ্যে যে ভুল ধারণা আছে, তাহা দূর করার জন্য আমা-দিগকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমাদের আন্দোলন যে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির ভাষা ও কৃষ্টিকে সম মর্য্যাদা দেওয়ার আন্দোলন এবং প্রত্যেক জাতিই যাহাতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা করার অধিকার পায়, তাহারই জন্য আন্দোলন, তাহা খুব ভাল করিয়া বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সকলকেই বুঝাইতে হইবে।

(খ) এই আন্দোলনের আর একটি বিশেষ দুর্বলতা এখনও রহিয়া গিয়াছে। কারণ এই আন্দোলন এখনও পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে প্রসার লাভ করে নাই। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন এখনও প্রধানতঃ শহরে ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। পাকিস্তানের মজুর ও কৃষক শ্রেণী এখনও এই আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। পাকিস্তানের মজুর (বিশেষ করিয়া রেল মজুর) ও কৃষক শ্রেণী যাহাতে এই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আন্দোলনকে সঠিকপথে নিয়া যাওয়ার জন্য আগাইয়া আসিতে পারে, তার জন্য আমাদের পার্টির তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার।

'উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার' পেছনে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-গোষ্ঠীর কি মতলব, তাহা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জনসাধারণের নিকট এবং বিশেষ করিয়া বিভিন্ন জাতির মজুর কৃষক শ্রেণীর নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত জরুরী। পাকিস্তানের বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি প্রভৃতি সকল জাতির জনগণকে অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বাংলার উপর আরবী হরফ চাপানো ও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ব্যবস্থা করিতেছে। পাকিস্তানের মজুর, কৃষক—অগণিত জনসাধারণ যাহাতে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে, তার জন্য শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাষা-ভাষি জাতিকে নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার ও রাষ্ট্রের কাজ চালাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। অতএব 'উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা'র পেছনে মজুর ও কৃষক শ্রেণীকে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখার ও

শোষণ ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখার যে মতলব শাসকগোষ্ঠীর রহিয়াছে সেই মতলবকে বিভিন্ন ভাষাভাষি জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরা প্রয়োজন। তবেই আমরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির সমগ্র জনসাধারণের আন্দোলনে পরিণত করিতে সমর্থ হইব।

আমাদের হুসিয়ারী: রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন যাহাতে কোন অবস্থায়ই প্রাদেশিকতার খাতে প্রবাহিত হইতে না পারে, সেই সম্পর্কে আমাদের বিশেষ হুসিয়ার থাকিতে হইবে। যদিও এবারের আন্দোলন অনেক বেশী সুস্থ আবহাওয়ার মধ্য দিয়া চলিতেছে, তবুও একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে এই আন্দোলনে প্রাদেশিকতার মনোভাব আনার জন্য সরকারের তরফ হইতে প্রচেষ্টা আছে এবং থাকিবে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও তাই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়া এই আন্দোলনকে প্রাদেশিকতার পথে নিয়া যাওয়ার চেষ্টা নিবে। এই আন্দোলনের উপর প্রাদেশিকতার ছাপ দিবার জন্য সরকারের তরফ হইতে প্রচেষ্টা চলিয়াছে। অতএব এই বিষয়ে আমাদের খুব হুসিয়ার থাকা দরকার।

সকল ভাষার সমমর্য্যাদা দান—এই শ্লোগানের উপর বিশেষ জোর দিয়া আমাদের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষি জাতির ভাষা ও কৃষ্টির উন্নতির জন্য সমান সুযোগ ব্যবস্থার উপরই আমাদের প্রধান জোর দিতে হইবে। তাই আমরা এই আন্দোলনকে প্রাদেশিকতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া অগ্রসর করিয়া নিতে সমর্থ হইব।

(খ) আন্দোলনে বিভ্রান্তি ও বিভেদ আনার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমাদের বিশেষ হুসিয়ার হওয়া প্রয়োজন।

'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' সম্পর্কে ভুল ধারণা ও জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য সরকার প্রচার করিতেছেন যে 'ইসলামী তমুদ্দুন' ও 'মুসলিম সংহতি'র জন্য উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হইতেছে। সরকারের এই যুক্তি যে কত অসার তাহা জনসাধারনের নিকট ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সকল মুসলমানের একই ভাষা নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষি মুসলমান বাস করিতেছে। অতএব একই ভাষার মাধ্যমে কখনও বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির কৃষ্টিগত উন্নতি হইতে পারে না। বরং সকল ভাষার সমমর্য্যাদা ও সকল জাতির নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও রাষ্ট্র কার্য্য পরিচালনার সুযোগ না দিলে সংহতির পরিবর্তে বিভেদ বাড়িবে। একমাত্র সকল ভাষাকে রাষ্ট্রের সমমর্য্যাদা দানের ভিতর দিয়াই সকল ভাষা ভাষি জাতির ঐক্য গড়িয়া ওঠা সম্ভব। অতএব 'ইসলামী তমদ্দুন' মুসলিম সংহতির নাম করিয়া উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা যে খাটে না; তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে।

আর একটা বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এই আন্দোলনকে বিপথে পরিচালনা করার জন্য পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী নানা ভাবে প্রচেষ্টা চালাইবে। আন্দোলনে বিভেদ আনার জন্য ও দমননীতি প্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাঙ্গালী-অবাঙ্গলী বিরোধ উস্কাইবার নানা রকম প্রচেষ্টা শাসকগোষ্ঠী করিবে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি গুণ্ডা নিয়োগ করিয়া হইলেও বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধাইবার চেষ্টা নিবে। অতএব আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির তরফ হইতে যে সকল ষড়যন্ত্র চলিতে পারে সেই সম্পর্কে পূর্ব হইতেই আমাদের সজাগ থাকিতে হইবে এবং তাহাদের সকল ষড়যন্ত্রকেই বানচাল করিতে হইবে। এই আন্দোলনের পেছনে যাহাতে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সকল ভাষা-ভাষির জাতির ঐক্য গড়িয়া ওঠে তাহারই চেষ্টা নিতে হইবে।

কমরেডস্

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের শ্লোগানকে আরও বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরা প্রয়োজন।

* পাকিস্তানের সকল ভাষার সমমর্য্যাদা চাই, * পাকিস্তানে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির নিজ নিজ শিক্ষা লাভ করার ও রাষ্ট্র কার্য্য পরিচালনার অধিকার চাই, * বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই—এই তিনটি শ্লোগান একই সঙ্গে জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরা প্রয়োজন তবেই রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে পাকিস্তানে সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসিবে।

২১শে ফেব্রুয়ারীর সাধারন ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন।

আমাদের কাজ (১) মজুর শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী রেল মজুরদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে মজুর শ্রেণী যাহাতে বিশেষ ভূমিকা লইয়া অগ্রসর হইতে পারে, তার জন্য আমাদের তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী রেল মজুর রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসিলে এই আন্দোলন এক নূতন পর্য্যায়ে আগাইয়া যাইবে। অতএব লিফলেট, পোষ্টার ও ছোট ছোট বৈঠক মারফৎ রেল মজুর এবং অন্যান্য মজুর শ্রেণীর মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

(২) গ্রামাঞ্চলে কৃষক শ্রেণী যাহাতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আগাইয়া আসে, তার জন্যও আমাদের তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। ২১শে ফেব্রুয়ারী গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলিতেও যাহাতে হরতাল পালিত হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা নেওয়া প্রয়োজন। এখন হইতেই সভা, বৈঠক মারফৎ ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

(৩) উর্দু ভাষাভাষী ছাত্র শিক্ষক ও সাহিত্যকদের মধ্যে ভালভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রগতিশীল উর্দু সাহিত্যিক, শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকট হইতে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বিবৃতি আদায়ের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। উর্দু ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে উর্দু ভাষায় প্রচার পত্র পোষ্টার ইত্যাদির···দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

(৪) রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া জেলায় জেলায় ও স্থায়ীভাবে সর্ব্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি গঠন করুন।

(৫) সর্ব্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির নেতৃত্বে ও উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রচার, সাধারণ ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা করার ব্যবস্থা করুন।

(৬) প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উস্কানি সত্বেও ২১শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ সভা ও শোভাযাত্রা যাহাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে চলে, সেদিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। ২১শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘটকে শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সর্ব্বদলীয় কমিটির নেতৃত্বে ভলাণ্টিয়ার দল গড়িয়া তোলার উপর জোর দিন।

(৭) পার্টির তরফ হইতে বেশী সংখ্যায় প্রচারপত্র দেওয়া সম্ভব হইবে না; অতএব সর্বত্র ব্যাপকভাবে পোষ্টার দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালিত হইলে এই আন্দোলনের পেছনে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি ও বিভিন্ন শ্রেণী সমবেত হওয়ার দারুন সম্ভাবনা রহিয়াছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া পাকিস্তানের প্রত্যেক ভাষাভাষি জাতির জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের আন্দোলনও আগাইয়া যাইবে। অতএব রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য এবং আন্দোলনকে সারা প্রদেশব্যাপী গণভিত্তির উপর দাড় করাইবার জন্য প্রত্যেকটি পার্টি ইউনিট ও পার্টি সভ্য সম্মিলিতভাবে কার্য্যকরী প্ল্যান লইয়া অগ্রসর হউন।

এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া বহু কর্মী ও পার্টি মিলিট্যাণ্ট বাহির হইয়া আসিবেন। অতএব এই নূতন নূতন কর্মীদের পার্টি গ্রুপে সংগঠিত করা ও পার্টি নীতিতে শিক্ষিত করিয়া তোলা পার্টি'র এক বিশেষ দায়িত্ব। পার্টি ইউনিট ও গ্রুপ-গুলিকে সংগঠিত করা এবং পার্টি'র মেম্বার ও নূতন নূতন মিলিট্যান্টদের শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য প্রত্যেক ডি ও সি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

বিপ্লবী অভিনন্দন-সেক্রেটারীয়েট
তাং ১১. ২. ৫২ ই. বি. পি. ও. সি.
পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে সাড়া দিন:

সকল ভাষার সমমর্য্যাদা

ও

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা দাবীতে

২১শে ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশব্যাপী

ধর্মঘট, হরতাল, সভা ও

শোভাযাত্রা করুন

আওয়াজ তুলুন :

- ০ ইংরেজী ভাষাকে আর রাষ্ট্রভাষা রাখা চলবে না
- ০ পাকিস্তানের সকল ভাষার সমমর্য্যাদা চাই
- ০ বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি, উর্দুভাষী প্রভৃতি সকল জাতিকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার ও রাজকার্য্য পরিচালনার অধিকার দেওয়া চাই
- ০ বাংলা-ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই

বাংলার জন্য আন্দোলন, উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। ইংরেজীর বদলে উর্দু, বাংলা-সকল ভাষাকে রাষ্ট্রে সমমর্য্যাদা দেওয়ার আন্দোলন।

ইংরেজ পাক-ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতিকে পশ্চাৎপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য একটি ভাষা—ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিয়াছিল। লীগ সরকারও একই উদ্দেশ্যে এখন পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু রাখিয়াছেন এবং একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহিতেছেন।

একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইবে এবং ইহার ফলে পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতিই ব্যাহত হইবে।

অতএব পাকিস্তানে বিভিন্নভাষাকে সমমর্য্যাদা ও রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর অন্দোলনে পাকিস্তানের বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি বেলুচি, উর্দুভাষী—সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসুন।

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

পূর্ববঙ্গ সাংগঠনিক কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি

অত্যাচারী নুরুল আমিন সরকারের
বর্ব্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে

সারা পুর্ববঙ্গ ব্যাপী তুমুল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।

২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে ঢুকিয়া বার বার গুলি টিয়ারগ্যাস ও বেপরোয়া লাঠি চালাইয়া জুলুমবাজ নুরুল আমিন সরকার ভাষা আন্দোলনের ১৪ জন দেশপ্রেমিক কর্ম্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। শহীদদের খুনে আজ লাল হইয়া উঠিয়াছে আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলন।

নিজ মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাহারা শহীদ হইয়াছেন তাহারা জাতির বুকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যে ঢাকা নগরী আমাদের প্রিয় শহীদদের খুনে লাল হইয়া উঠিয়াছে সেই ঢাকা নগরীর বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ নুরুল আমিন সরকারের বর্ব্বর হত্যাকাণ্ডের জবাব দিবার জন্য আগাইয়া আসুন।

লীগ সরকার জনগণের জীবনের কোন সমস্যাই সমাধান করে নাই বরং তাহাদের জীবনের সংকটকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আজ আমাদের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে নুরুল আমিন সরকার রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিতে চায়। এই জুলুমবাজ সরকারের অবসান ছাড়া জনগণের বাঁচার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আর কোন পথ নাই।

দল মত নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জনসাধারণ একই সঙ্গে আওয়াজ তুলুন :—

o নাজিম-নুরুল আমিন সরকার গদী ছাড়!

o অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই!

o হত্যাকারীর শাস্তি চাই ; বেসরকারী তদন্ত কমিশন চাই, হত ও আহতদের জন্য পুরা ক্ষতিপূরণ চাই !

০ অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই !

০ নিরাপত্তা আইন, ১৪৪ ধারা ও সমস্ত দমনমূলক আইনের প্রত্যাহার চাই !

জুলুমবাজ লীগ সরকারের অবসানের দাবীতে হত্যাকারীর শাস্তির দাবীতে, নিজ মাতৃভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে সারা প্রদেশ ব্যাপী ধর্মঘট সভা শোভাযাত্রা করিয়া প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলুন। শহীদদের অসমাপ্ত আন্দোলনকে আগাইয়া নিয়া যাওয়ার জন্য শহীদদের নামে শপথ লউন।

পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি,

২১/২/৫২ পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি

শিশু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে একতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলুন।

পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি'র পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করেছেন

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী নিয়ে ছাত্র জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর নুরুল আমীন সরকার রাইফেলধারী পুলিশ ও মিলিটারী লেলিয়ে ঢাকা শহরে এক নৃশংস রক্তাক্ত বিভিষীকা সৃষ্টি করেছেন। গুলি মেরে ২৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। মাতৃভাষার ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য অত্যাচারী লীগ সরকারের বুলেটে যারা জীবন দান করলেন সেই বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে আমরা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। শহীদদের পবিত্র স্মৃতি দেশবাসীর মনে চির-জাগরুক থাকবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদের যে বীজ তারা দেশের মাটিতে বপন করে গেলেন জীবনের বিনিময়ে তা প্রত্যেক পাকিস্তানবাসীকে আগামী দিনের আজাদী ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে।

নরহত্যা প্রতিবাদে ভাষার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য রেলশ্রমিক থেকে শুরু করে শহরের গরীব বস্তীবাসী, কর্মচারী ও ছাত্র জনতার যে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠের বজ্র কঠোর ঘোষণা ঢাকার অলিতে গলিতে ধ্বনিত হয়েছে কমিউনিষ্ট পার্টি তাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে। সর্ব শ্রেণীর জনতার এহেন সংগ্রামী ঐক্য পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বহু পরীক্ষিত ও শক্তিশালী হাতিয়ার এই ঐক্যের জোরেই জনতার দাবী হাছেল হবে. আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন সেই ঐক্যকে সংহত ও শক্তিশালী করা। কিন্তু স্বৈরাচারী লীগ সরকার ও ভাড়াটিয়া প্রেস এই ঐক্যকে ব্যাহত করার জন্য নানা বিভ্রান্তির প্রচার চালাচ্ছে। সরকার দেখেছে লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাসের সামনে জীবন তুচ্ছ করে এগিয়েছে সংগ্রামী জনতার কাফেলা। জনতার ঘৃণাকে রক্তের বন্যায় ডুবাতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। তাই নূতন উদ্যমে আজ জনতার মনে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

সরকারী প্রেসনোটে অহরহ প্রচার চালাচ্ছে ছাত্র জনসাধারণ অবাঞ্ছিত শক্তি দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পুলিশকে ঘেরাও করার ফলেই গুলি চলে, ইহা সত্যের

অপলাপ, প্রকৃত ঘটনা দেশবাসী জানেন যে পুলিশ ও মিলিটারীই মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যা করেছে। ইউনিভার্সিটি, কার্জ্জন হলে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি চালানো হয়। সরকার পুষ্ট মর্নিং নিউজ পত্রিকা অপপ্রচার চালাচ্ছে কমিউনিষ্টরাই এই হাঙ্গামার উস্কানীদাতা। জনতার ন্যায্য সংগ্রামে সাহায্য করার জন্যই কমিউষ্ট পার্টির সৃষ্টি, তাই গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে পার্টি গর্ব অনুভব করে। গণ আন্দোলন থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্যই এবং নিজেদের গদী টিকিয়ে রাখার জন্যই সরকার পার্টিকে কার্যতঃ গত ৩ বছর পর্য্যন্ত বেআইনী করে রেখেছে। কমিউনিস্ট পার্টি ধ্বংসাত্মক কার্য্য-কলাপ বিশৃংখলা সৃষ্টির বিরোধী। পার্টি জনতার আন্দোলনকে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতেই পরিচালনা করে। কিন্তু লীগ সরকারই পার্টি ও গণআন্দোলনের উপর হিংস্র দমননীতি চালিয়ে আসছে।

সরকার ও প্রতিক্রিয়ার এই ধরণের প্রচার বা গণআন্দোলনের উপর হিংস্র আক্রমণ এই নূতন নয়, ৪৭ সনের আগষ্ট মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্ম-সমর্পণ করে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার গোষ্ঠী ও কোটিপতি ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য পাকিস্তানের গদীতে বসেই লীগ নেতারা দেশের মধ্যে বুলেট ও লাঠির নীতি প্রচলিত করেছে। সাড়ে চার বছর লীগ সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে অনাহার ও চরম দুঃখ ও অশান্তি সৃষ্টি করেছে, এই জন-স্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদেই আজ পূর্ব বাংলার শহরে গ্রামে গড়ে উঠেছে জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটি যে সমস্ত দাবী দাওয়া প্রচার করছেন আমরা তার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানাচ্ছি। এই প্রসংগে আমরা সমস্ত জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি।

সরকারী বিভেদনীতিকে পরাস্ত করার জন্য অবাঙ্গালী ভাইদের মধ্যে অবি-ভ্রান্ত প্রচার চালান যে বর্তমান আন্দোলন উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে নয়-এই আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী পদলেহী লীগ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে।

সর্বত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করুন। প্রদেশের সর্বত্র আন্দোলনের ঢেউ নিয়ে যান। ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন।

সমস্ত রাজনীতির দল ও সংগঠনের নিকট আমাদের নিবেদন—গণসংগ্রামের পুরোভাগে স্থান নিন। দেশের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন, নূরুল আমিন সরকারকে পদত্যাগ করাতে ও জনতার দাবী মানতে বাধ্য করুন।

ছাত্র জনসাধারণ ও সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও ঘোষণা করি,

০ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার ও সকল ভাষার সমান মর্য্যাদা চাই

০ গুলি চালনার বেসরকারী তদন্ত কমিশন চাই

০ ১৪৪ ধারা ও মিলিটারীর প্রত্যাহার চাই

০ শহীদদের ক্ষতিপূরণ দাও

০ বন্দীদের মুক্তি দাও, নিরাপত্তা আইন নাকচ কর

০ নূরুল আমিন সরকার পদত্যাগ কর

ভাইসব ! আপনাদের সুদৃঢ় প্রতিবাদ ও অজেয় সংকল্পের মুখে লীগ সরকার ইতি মধ্যেই পশ্চাদ অপসরণ করেছে। পূর্ব বাংলা পরিষদে বাংলা ভাষার ন্যায্যতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু দেশবাসীর ন্যায্য দাবীগুলি মিটাতে সরকার এখনও গরিমসি করছে। শহীদগণের জীবন উৎসর্গের প্রেরণায় নূতন সংকল্প নিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলুন, শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটকে সফল করুন। আপনাদের ন্যায্য দাবী মানতে সরকার বাধ্য হবে। শহীদের পবিত্র সংকল্প জয়যুক্ত হবে।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ৫২

পূর্ববঙ্গ কমিটি

পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি

সালাউদ্দিন-জব্বার-বরকত-রফীকুদ্দিন প্রমুখ বীরদের হত্যার জবাব দিন।

নুরুল আমিন সরকারের পদত্যাগ দাবী করুন

ধন্য ! ধন্য ! ঢাকার ছাত্র সমাজ ! ধন্য ঢাকার সহরবাসী নর-নারী জালেম নুরুল আমীন সরকার আপনাদের ভাষার অধিকারের লড়াইকে বন্দুকের গুলিতে স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। অপনারা জীবন মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া জালেম সরকারের বন্দুকের সামনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছেন। গুলির জবাবে আপনারা হরতাল করিয়া ঢাকা নগরীর যানবাহন, অফিস আদালত, দোকান পাট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ সালাউদ্দিন-জব্বার-বরকত-রফীকুদ্দিন প্রমুখ বীরগণ নিজেদের তরুন বুকের কলিজার তাজা খুনে লাল অক্ষরে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন বাংলাভাষার অধিকার কায়েম কর। শহীদের রক্তে লেখা এই বানীকে আজ সার্থক করুন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে আরও তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলুন।

রক্ত পিপাসু নুরুল আমীন সরকার ১৪৪ ধারা জারী, কাঁদুনে গ্যাস, লাঠি ও গুলি দ্বারা আপনাদের শান্তিপূর্ন মিছিল করার অধিকারকে পদদলিত করিতে চাহিয়াছিল। আপনারা বীরের মতো তাহার জবাব দিয়াছেন। পুলিশের ষ্টেনগান রাইফেল উপেক্ষা করিয়া শহীদের রক্তে রঞ্জিত পতাকা হাতে নিয়া আপনারা হাজার হাজার জনতার মিছিল করিয়াছেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কর। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই, নুরুল আমীন সরকার ধ্বংস হোক প্রভৃতি দাবীতে হাজার হাজার কণ্ঠে আওয়াজ তুলিয়া আপনারা ঢাকার নগরীর আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছেন। আপনাদের মিছিল চলিয়াছে অজেয় কাফেলার পর কাফেলার মত। আপনাদের প্রতিজ্ঞা ও ঐক্যের সামনে জালেম নুরুল আমীন সরকার ভীত, সন্ত্রস্ত। আপনাদের শক্তিতে ভীত এই সরকার আজ বাংলাভাষার সুপারিশমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

কিন্তু এই সরকারকে বিশ্বাস নাই। ঢাকার ছাত্র ও যুবসমাজ অশান্তি চায় নাই। ভাষার অধিকারের জন্য গত ২১শে জানুয়ারী ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ছাত্র ও যুব সমাজ শান্তিপূর্ণভাবেই শোভাযাত্রা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

কিন্তু নুরুল আমীন সরকারই অশান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য ১৪৪ ধারা জারী করে, এই সরকারের পুলিশ অফিসাররাই ২১শে ফেব্রুয়ারী গোলমাল বাধাইবার জন্য শান্তিপূর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের উপর বার বার লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস চালাইয়াছে, এই সরকারের হুকুমেই পুলিশ গুলি করিয়া সালাহউদ্দিনের মাথার খুলি উড়াইয়া দিয়াছে, এই সরকারের পুলিশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের ভিতরও গুলিবর্ষণ—করিয়াছে। এই সরকারের পুলিশ বাহিনী ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় একবার নয়, দুবার নয়, বার বার হাইকোর্টের সামনে, মিটফোর্ড স্কুলের সামনে, ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে, কাপ্তান বাজারের মোড়ে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রীদের উপর লাঠি চালাইয়া কিশোর বালকদের কচিমাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। সঙ্গীনে বিদ্ধ করিয়া, গুলি করিয়া আবার নিরপরাধ নাগরিকদের হত্যা করিয়াছে। এই জালেম সরকারই মুষ্টিমেয় বিদেশী ও দেশী শোষকদের মুনাফার জন্য পূর্ব বঙ্গের ঘরে ঘরে অনাহার ও দুঃখের অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। গন সমর্থন হারাইয়া নুরুল আমিন সরকার নিজের গদি টিকাইয়া রাখার জন্য আজ ঢাকাবাসী সন্তান সন্ততিদের তাজা খুনে ঢাকার রাস্তা-ঘাট লাল করিয়া দিতেছে। নুরুল আমীন সরকার আজ এত ঘৃনিত হইয়াছে যে তাহারা পুলিশের গুলিতে নিহতের সংখ্যা চাপিয়া যাইতেছে। এবং মৃত ব্যক্তিদের দাফন-কাফন করার সুযোগ না দিয়া তাহাদের লাশ গায়েব করিয়াছে। পৈশাচিক নৃশংশতায় নুরুল আমীন সরকার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও হার মানাইয়াছে। মুষ্টিমেয় শোষকদের এই লীগ সরকারের এখনই অবসান প্রয়োজন।

শ্রমিক, কৃষক ভাইসব! ছাত্র ছাত্রীগণ! সকল দলের বন্ধুগণ! সমস্ত নাগরিক উর্দু ভাষী ভাইসব আজ লীগ সরকারের পৈশাচিকতার সামনে দ্বিধা নয়, শংশয় নয়, অনৈক্য নয়। আজ শহীদগণের জীবনদান আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করুক। শহীদদের রক্তের বন্ধনে সকল দল, সকল মতের নর-নারীর ভিতর গড়িয়া উঠুক অটুট ঐক্য আজ লাখ লাখ কণ্ঠে গর্জিয়া উঠুন।

- **গুলি বর্ষণের বেসরকারী তদন্ত চাই**
- **সালাহউদ্দিন-জব্বার ও অন্যান্য বীরদের হত্যাকারীদের বিচার চাই**
  নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ চাই

o ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার কর
o নিরাপত্তা আইন নাকচ কর
o অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও সকল ভাষার সমান মর্য্যাদা চাই
o রাজবন্দীদের মুক্তি চাই
o নুরুল আমীন মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করুক

ভাইসব ! যতদিন বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত না হয়, যতদিন ১৪৪ ধারা উঠাইয়া নেওয়া না হয়, যতদিন বন্দীদের মুক্তি দেওয়া না হয়, ততদিন এই শান্তিপূর্ণ হরতাল চালাইয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সমস্ত দাবী হাসিল করার জন্য এই লড়াইকে আজ শ্রমিকের বস্তিতে, গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ভিতর উর্দু ভাইদের ভিতর, সারা পূর্ব বঙ্গের সকল নর-নারীর ভিতর ছড়াইয়া দিন। কারখানায় ধর্মঘট ও শত শত সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া উপরোক্ত দাবীগুলি অমোঘ করিয়া তুলুন। প্রতি সভা হইতে ঘোষণা করুন নুরুল আমীন সরকার গদী ছাড়।

আজ প্রয়োজন সংগঠিত আন্দোলন। তাই পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায়, মহল্লায়, গ্রামে গ্রামে, স্কুলে কলেজে গড়িয়া তুলুন সকল দলের সকল মতের মিলিত সংগ্রাম পরিষদ। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে শহীদদের প্রেরণায় গড়িয়া তুলুন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। তাহারা সারা পূর্ব বঙ্গে সংগ্রামের বাণী ছড়াইয়া দিক। আজ যে সংগ্রাম শুরু হইয়াছে সেই সংগ্রাম ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া উঠুক। ইহাই সালাহউদ্দিন-বরকত-জব্বার-রফীকুদ্দীন প্রমুখ বীরদের হত্যার যোগ্য জবাব।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

পূর্ব্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি

পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টির পূর্ব্ব বংগ কমিটি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেছেন ঃ

শহীদের তাজা খুনে বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বংগ-বাসীর সংগ্রাম ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু জাতির এই ঐতিহাসিক আন্দোলন বিকৃতরূপে দেওয়ার জন্য সাংবাদিক সততা বিসর্জন দিয়ে নির্লজ্জের মতো "মর্ণিং নিউজ" পত্রিকা মিথ্যাতথ্য পরিবেশন করছে।

২১শে তারিখের বিবরণে "মর্ণিং নিউজ" লিখেছে—শুধুমাত্র হিন্দুদের দোকানগুলি বন্ধের ভিতর দিয়েই ঐদিন হরতাল পালিত হয়। এরূপ মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন ও সাম্প্রদায়িকতার উস্কানির জন্যই "মর্ণিং নিউজ" প্রেস জনতা কর্তৃক ভস্মীভূত হয়। প্রথম থেকে পত্রিকাটি আন্দোলনকে বিকৃত করা ও জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য সুপরিকল্পিত অপপ্রচার চালায়, সরকারী প্রেস নোটের প্রতিধ্বনি করে তারা বুঝাতে চায় যে এই আন্দোলনের নেতা হিন্দু ও কিছু কম্যুনিষ্ট ; জনসাধারণ আন্দোলনে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেনি-ইহা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর আন্দোলন নয়।

২৩শে ফেব্রুয়ারী "মর্ণিং নিউজ" এই একই উদ্দেশ্যে অপর একটি মিথ্যা খবর প্রকাশ করে যে ভারত থেকে ১০০ জন কম্যুনিষ্ট পূর্ববঙ্গে এসেছে এবং ২১শে তারিখে রাত্রে নেতৃস্থানীয় কম্যুনিষ্টরা সভা করে আন্দোলন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মিথ্যা খবর দিয়ে তারা বলতে চেয়েছে যে ভারত থেকে এসে কম্যুনিষ্টরা এই আন্দোলন পরিচালনা করছে। আরো প্রচার করা হয়েছে যে হিন্দুরা পাকিস্তানে যানবাহন অচল করে দেবার জন্যে রেলগাড়ী চলাচল বন্ধ করেছে।

দেশবাসী জানেন যে এই আন্দোলন সারা পূর্ববঙ্গবাসীর আন্দোলন ; বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের দ্বারা এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। আজ যাহারা শহীদ হয়েছেন তারা এই দেশেরই সন্তান। যারা বুলেটের সামনে বুক পেতে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তারাই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে পরিগণিত হচ্ছেন। সরকারের ভাড়াটিয়া "মর্ণিং নিউজ" এদেরকেই বলেছে—"গুণ্ডা"। আজ

আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব করছেন তারা বিভিন্ন দল ও মতের প্রতিনিধি। কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মীরাও অন্যান্যদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে জনতার পাশে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি চিরদিনই সংগ্রামী জনতার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে, জেলে গিয়েছে শহীদ হয়েছে। সরকার এটা জানে বলেই কম্যুনিষ্ট পার্টির শত শত কর্মী ও নেতাকে বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটক রেখেছে।

জনসাধারণের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য লীগ নেতারাও মর্ণিং নিউজের মতো তাদের ভাড়াটিয়া পত্রিকাগুলি অহরহ প্রচার করে থাকে যে কম্যুনিষ্ট পার্টি "দেশের শত্রু"—"সন্ত্রাসবাদী" ইত্যাদি। কিন্তু গত ৪ বছরে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও কোটিপতি ব্যবসায়ীর স্বার্থে এবং ইংরেজের নেতৃত্বে পরিচালিত লীগ সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি ও কার্য্যকলাপ গত কয়েক-দিনের নরহত্যা ও রক্তপাত প্রকাশ করেছে কারা দেশের শত্রু। সাম্রাজ্যবাদের বদলে লীগ সরকারই দেশদ্রোহিতার নীতি অনুসরণ করছে। অপরদিকে কম্যু-নিষ্ট পার্টির নীতি হোল সকল দল মত—শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, জাতীয় ধনিক শ্রেণীর সম্মিলিত "মোর্চ্চা" গঠন করে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে জনগণের আশা আকাংখা পূরণ করা ও পাকিস্তানকে স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা।

পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টির
পূর্ববংগ সংগঠনী কমিটি

২৪শে ফেব্রুয়ারী।

সার্কুলার নং ১১ ২৫।২।৫২

প্রিয় কমরেড,

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে ঢাকা নগরীতে ভাষার অধিকারের জন্য গণ সংগ্রামের যে জোয়ার চলিয়াছে তাহা পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সরকার ভয়ে মরিয়া হইয়া একদিকে পুলিশ মিলিটারীর জোরে এবং আইন সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। অপর দিকে ঐক্যবদ্ধ বিরাট গণসংগ্রামের সামনে রাজনৈতিকভাবে পিছু হটিয়াও সরকার নিজের গদী টিকাইয়া রাখার চেষ্টা করিতেছে এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। ইহা এই গণসংগ্রামেরই বিরাট জয়। যদিও গণপরিষদ দ্বারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম শেষ হইবে না।

তদুপরি···এখনও এই সংগ্রামের আরও কয়েকটি দাবী আদায় করা বাকী রহিয়াছে। "রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ" সেই দাবীগুলি উত্থাপন করিয়াছেন। এই সব দাবী আমরাও পূর্ণ সমর্থন করি। সেই দাবীগুলি হইল (১) এই আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের ও আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে সমস্ত ওয়ারেণ্ট প্রত্যাহার, আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি, (২) ১৪৪ ধারা ও কারফিউ প্রত্যাহার (৩) গুলী বর্ষণের তদন্তের জন্য বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠন ও হত্যাকারীদের শাস্তি, (৪) আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য কোন সরকারী কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান না করা, এবং পুলিশের গুলিতে নিহত ও আহতদের জন্য যোগ্য ক্ষতিপূরণ।

এই দাবীগুলি হাসিলের জন্য এই গণসংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া নিয়া যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন। সংগ্রামকে আগাইয়া নিয়া যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যে কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগ্রামকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য সেই কর্মপদ্ধতিও আমরা উপযুক্ত বলিয়া মনে করি এবং সেই কর্ম-পদ্ধতিতেই সারা পূর্ববঙ্গে সংগ্রামকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য আমরা সকল কমরেডকে আহ্বান করিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ এখন প্রয়োজন আরও সংগঠিত নেতৃত্ব ও আরও সংগঠিত সংগ্রাম। সেজন্য পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জোরদার সর্বদলীয় সংগ্রাম পররষদ গঠন করুন এবং যে সব কর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে সংঘবদ্ধ করুন। সমস্ত কমরেডই বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদের

মধ্যে কাজ করুন এবং সংগ্রাম পরিষদগুলিকে জনগণের ঐক্যের ও সংগ্রামের হাতিয়াররূপে গঠন করিয়া তুলুন।

তৃতীয়তঃ সরকার আন্দোলনে বিভেদ আনার জন্য যে অপপ্রচার করিতেছে যেমন, "এই আন্দোলন পাকিস্তানের বাইরের লোকদের প্রেরণায় চলিতেছে" প্রভৃতি ঘৃণ্য প্রচারের জবাব দিন। পোষ্টার, ইস্তাহার, বৈঠক, সভা প্রভৃতির ভিতর দিয়া জনগণকে বলুন যে সরকারের এই অপপ্রচার পূর্ববঙ্গের সংগ্রামী জনতা ও সংগ্রামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা। জনগণ নিজের ভাষার ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার জন্য নিজেদের প্রেরণাই সংগ্রাম করিতেছেন এবং লীগ সরকারই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ও তাদের দেশের মুষ্টিমেয় শোষকদের স্বার্থে পূর্ববঙ্গের জনগণের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালাইতেছে। এই ব্যর্থ প্রচার দ্বারা সরকারের আগুনে মুখোস খুলিয়া দিন ও লীগ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণাকে আরও তীব্র করিয়া তুলুন।

উপরোক্তভাবে সারা পূর্ববঙ্গে এই সংগ্রামকে আগাইয়া নিলে আজ উপরোক্ত পাঁচটি দাবী নিশ্চয়ই হাসিল হইবে।

এই সংগ্রাম চালাইয়া নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—(১) নূরুল আমীন মন্ত্রীসভা গদী ছাড়, (২) অবিলম্বে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে ও যুক্ত নির্বাচন প্রথায় অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। সর্বত্র সভা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান করুন ও এই দাবীগুলিকে পূর্ব বাংলার জনগণের দাবীতে পরিণত করুন। বর্তমান সংগ্রাম হইতেই নূরুল আমীন, মন্ত্রীসভার পদত্যাগ, বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবী সজোরে উঠিয়াছে। আইন সভার লীগ দলেরও বিরাট ভাঙ্গন আসিয়াছে। সেই পটভূমিকায় উপরের দুইটি শ্লোগানের ভিত্তিতে দেশে বিরাট গণআন্দোলন সৃষ্টি করিয়া নূরুল আমীন সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারিলে দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আন্দোলনে বিরাট অগ্রগতি হইবে।

পরিশেষে আজ যে সমস্ত কর্মী এই আন্দোলনে অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের ভিতর পার্টি সাহিত্য প্রচার করুন, তাঁহাদিগকে পার্টির প্রতি টানিয়া আনুন এবং তাঁহাদিগকে পার্টি গ্রুপে গ্রুপে সংগঠিত করিতে চেষ্টা করুন। এই বিরাট গণ-সংগ্রামের ভিতর দিয়া জনগণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কায়েম করার পথে আরও অগ্রসর হইবে, পার্টির শক্তি বাড়িবে এবং প্রতিক্রিয়া শক্তি দুর্বলতর হইয়া পড়িবে—এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া সকল কমরেড ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

বৈপ্লবিক অভিনন্দন
পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি

কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তব্য

পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিতেছে ঃ

পূর্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ও নুরুল আমীন সাহেবের বেতার বক্তৃতায় কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে সমস্ত মিথ্যা ও প্রতারণা-পূর্ণ উক্তি করা হইয়াছে, আমরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।

বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনকে ধ্বংস করা ও পূর্ববঙ্গবাসীর এই মূল গণতান্ত্রিক ও জাতীয় দাবীকে পদদলিত করার জন্যই নুরুল আমীন সরকার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও চরম দমননীতির আশ্রয় লইয়াছেন।

লীগ সরকারের এই জঘন্য জন স্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপের সাফাই গাহিবার জন্য ও অপকির্ত্তি ঢাকিবার জন্য লীগ ও নুরুল আমীন সাহেব প্রদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া পূর্ব বঙ্গের বাঙ্গালী অবাঙ্গালী জনগণের অভূতপূর্ব গৌরবময় দেশ প্রেমিক আন্দোলনকে বিকৃতভাবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও নুরুল আমীন সাহেব কমিউনিষ্ট পার্টি, আওয়ামীলীগ যুব লীগ, ছাত্র লীগ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলা ভাষা আন্দোলনের সমর্থনকারী দেশ প্রেমিকদের বিদেশী দালাল, রাষ্ট্র বিরোধী, পাকিস্তানের শত্রু প্রভৃতি বলিয়া স্বার্থ স্বর্বস্ব লীগ নেতাদীগকে একমাত্র দেশ-প্রেমিক বলিয়া জাহির করার অপচেষ্টা করিতেছেন। ভাষার দাবী সমর্থন ও নুরুল আমীন সরকারের গুলি চালনার প্রতিবাদ করায় লীগ পরিষদ দলের আবদুর রসীদ তর্কবাগীশ, মাদার-বকস, প্রাক্তন লীগ সম্পাদক আবুল হাসেম ও অন্যান্য লীগ ভক্ত নাকি রাতারাতি রাষ্ট্র বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন? রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তাঁহাদিগকে জেলে আটক করা হইয়াছে। নুরুল আমীন সরকারের হত্যাকাণ্ডের স্বপক্ষে যাহারা বলিবেন না তাহারাই রাষ্ট্র বিরোধী এবং তাহাদের স্থান হইবে নুরুল আমীনের জেলে। মুষ্টিমেয় লীগ নেতারা ছাড়া দেশের আর সকলেই নাকি আজ রাষ্ট্র বিরোধী।

ভাষা আন্দোলনকে বিকৃত রূপ দিয়া ধ্বংস করার জন্য লীগ ও নুরুল আমীন সাহেব আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা প্রচার চালাইয়াছেন এবং তিনটি

মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছেন। (১) বাহির হইতে অনুপ্রবেশ (২) সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ, (৩) পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধ্বংস করা।

ছাত্র, শ্রমিক ও শিশু হত্যাকারী নুরুল আমীন সরকারের ও লীগ নেতাদের এই সব জঘন্য উদ্ভট মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দিতেও কমিউনিষ্ট পার্টি ঘৃণা বোধ করে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহীদদের যাহারা শহীদ বলিয়া গণ্য করে নাই, শহীদদের লাশগুলিকে পর্যন্ত যাহারা মা বাবা আত্মীয় স্বজনকে শেষ দেখা দেখিতে দেন নাই এবং দাফন কাফন ও জানাজা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন তাহাদের আজ দেশবাসী ভালভাবেই চিনিয়াছেন। তবুও দেশবাসীর নিকট আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে জানাইবার জন্য আমরা এই বিবৃতি প্রকাশ করিতেছি।

কমিউনিজম ও কমিউনিষ্ট পার্টিকে কোন দেশেই বাহির হইতে আমদানী করিতে হয় না। শোষণ ও অত্যাচারের অবসান করার জন্য প্রত্যেক দেশে সাম্যবাদী ভাবধারা ও কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয়। মুসলীম লীগের বর্তমান নেতারা যখন নবাবী, নাইটগিরি ও খান বাহাদুরী করিয়া দেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোলামীর জিঞ্জীর দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখনই এই পূর্ববঙ্গের পাক-জমিতে শ্রমিক কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একদল বিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জেহাদের মধ্য দিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব বংগের কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্ব বংগের জনগণের আজাদী, রুজী, রুটি, জমি, শিক্ষা প্রতিটি দাবীর লড়াইয়ে জনগণের কাধে কাধ মিলাইয়া লড়াই করিয়া চলিয়াছে। এই জন্য জনসার্থ বিরোধী কার্যকলাপের মুখোশ কমিউনিষ্ট পার্টি জনসাধারণের সামনে খুলিয়া ধরে বলিয়াই সরকার দমন নীতির সাহায্যে কমিউনিষ্ট পার্টিকে কার্য্যতঃ বেআইনী করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা সত্বেও পূর্ববঙ্গের কমিউনিষ্ট পার্টি অন্যান্য দল ও প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিয়া ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী ছাত্র ও জনতার পাশে দাড়াইয়া লড়াই করিয়াছে এবং তার জন্য গর্ব ও বোধ করে।

পূর্ববঙ্গের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত দেশ প্রেমিক সন্তানদের লইয়াই পূর্ববঙ্গের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত। প্রত্যেক দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি নিজ নিজ দেশের জনতার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে নিজ নিজ দেশের ঐতিহাসিক বৈপ্লবীক দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং বাহির হইতে অনুপ্রবেশের অভিযোগ জনগণকে ভুয়া অপপ্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত করিবার অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরদিকে লীগ সরকারই আমাদের দেশকে বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতর রাখিয়াছেন, আমাদের দেশে বিদেশী শক্তি বৃটিশ পুঁজির শোষণকে অব্যাহত রাখিতেছেন, বিশ্ব ব্যাংকের লোন, ট্রুম্যানের চতুর্থ দফার টাকা, কলম্বো পরিকল্পনার টাকা প্রভৃতি

আনিয়া দেশে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ব্যবস্থা পাকা করিতেছেন। সামরিক বিভাগের কর্তৃত্বে বৃটিশ অফিসারদের বহাল রাখিয়া, বিলাত ও আমেরিকা হইতে অসংখ্য তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতা আমদানী করিয়া এই লীগ সরকারই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে তাহাদের টলটলায়মান শাসন ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

(২) কমিউনিষ্ট পার্টি চিরদিন সন্ত্রাসবাদী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তাহাই প্রমাণ করিবে। কমিউনিষ্টরা গণ আন্দোলনে বিশ্বাসী, আর সন্ত্রাসবাদী পথ গণ আন্দোলনের বিরোধী পথ। সন্ত্রাসবাদী পথে কোন দেশের জনগণের মুক্তি আসিতে পারে না। গণ আন্দোলনের পথই কমিউনিষ্ট পার্টির একমাত্র পথ। আমরা সরকারকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি যে তাহারা কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তাহার ও প্রচার পুস্তিকা হইতে একটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করুন যে কমিউনিষ্ট পার্টি সন্ত্রাসবাদ বিশ্বাসী।

পক্ষান্তরে লীগ মন্ত্রীসভার গত চার বৎসরের ইতিহাস একটানা হিংস্র দমননীতি ও সন্ত্রাসের ইতিহাস। প্রচণ্ড দমন নীতি চালাইয়া জনগণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া ভাষা আন্দোলনকে দমন করার অপচেষ্টা করিতেছেন। সরকারের দমননীতি ও 'মর্নিং নিউজ' এর জঘন্য প্রচারই জনতার মনে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য দায়ী। ছাত্র ও জনতার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া আন্দোলনকে ভুলপথে পরিচালনার জন্যই সরকার ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছেন। ছাত্র সমাজের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া ছাত্র সমাজকে সন্ত্রাসবাদের পথে ঠেলিয়া দেওয়াই হইল নুরুল আমিন সাহেবের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙ্গার উদ্দেশ্য। কারণ সরকার জানেন যে আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের পথে গেলে আন্দোলনকে জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দমন নীতির সাহায্যে ধ্বংস করা তাহাদের পক্ষে সহজ হইবে।

(৩) আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিদ্বেষ প্রসূত। কমিউনিষ্ট পার্টি তাহার কর্মনীতিকে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে পাকিস্তানকে শিল্পে ও কৃষিতে উন্নত দেশ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তোলার জন্যেই কমিউনিষ্ট পার্টি কাজ করিবে। পাকিস্তানের নবাব, জমিদার, মুষ্টিমেয় কোটিপতি ব্যবসায়ী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিভূ ও স্বার্থ রক্ষক লীগ সরকারের বদলে পাকিস্তানের মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় ধনীক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক বিভিন্ন দলের মিলিত গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা ও স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই হইল কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্য।

পূর্ববঙ্গের কমিউনিষ্ট পার্টি নবাব, জমিদার, মুষ্টিমেয় কোটিপতি ব্যবসায়ী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সকল দল, মত, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করিয়া প্রকাশ্য ও বৈধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহায্যে তাহাদের মকসদে পৌঁছিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু দেশের জনগণের দুষমন এই লীগ সরকারই কমিউনিষ্ট পার্টির উপর নৃশংস দমন নীতি ও মিথ্যা প্রচার চালাইয়া, গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণ করিয়া কার্য্যতঃ পার্টিকে অ-বৈধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের আপামর জনসাধারণের সমর্থন লীগ হারাইয়াছেন। জনগণ সর্বত্র নুরুল আমীন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করিয়াছেন। লীগ পরিষদ দলেও ভাঙ্গনে ধরিয়াছে। লীগ পরিষদ দল হইতে পদত্যাগকারী সদস্যদিগকে ও বিভিন্ন বিরোধীদলের নেতাদের জেলে আবদ্ধ করিয়াও লীগ মন্ত্রীসভা পরিষদের সম্মুখীন হইতে সাহস পাইতেছেন না। তাই গভর্ণর অনির্দিষ্ট কালের জন্য পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়া জনগণের আস্থাহীন এই নুরুল আমিন মন্ত্রিসভাকেই গদিতে টিকাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

এই রকম অবস্থায় নুরুল আমীন মন্ত্রীসভার আর এক দিনের জন্যও গদী আকড়াইয়া থাকা সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বহির্ভূত কাজ। আমরাও জনগণের দাবী অনুযায়ী অবিলম্বে নুরুল আমিন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করিতেছি। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটের দ্বারা যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ও প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়া, অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন আহ্বান করিয়া নুরুল আমীন মন্ত্রীসভাকে ও মুসলিম লীগকে আমরা পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারনের সম্মুখীন হওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করিতেছি। আজ দেশবাসী ভোটের মধ্য দিয়াই তাহাদের রায় প্রকাশ করিবেন।

নুরুল আমীন সরকার ও মুসলিম লীগ তাহাদের জনস্বার্থ বিরোধী কার্যাকালাপ ও অপকীর্তি ঢাকার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার শুরু করিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ দীর্ঘ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতায় লীগ সরকারের যে চরিত্র দেখিয়াছে, তাহা শত মিথ্যা প্রচারেও ঢাকা পড়বে না। সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার শ্রেণী, মুষ্টিমেয় কোটিপতি ব্যবসায়ীর অনুচর ও স্বার্থ রক্ষক নুরুল আমীন সরকারের পতন অনিবার্য্য।

নিজেদের খুন দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্র ও জনসাধারণ যে ভাষা আন্দোলনকে গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছেন, যে ভাষা দাবীতে সারা পূর্ববঙ্গে অভূতপূর্ব গণ-জাগরণ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্র বিরোধীদের কাজ ইত্যাদি মিথ্যা প্রচার চালাইয়া ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনকে ও জন-গণের দাবীকে বানচাল করা যাইবে না। এই ভাষার আন্দোলনের জয় সুনিশ্চিত।

২০ই মার্চ্চ, ১৯৫২

পি. ও. সি
সার্কুলার নং ১৩
১৩. ৪. ৫২

ভাষা আন্দোলন

প্রিয় কমরেডস,

পাক গণপরিষদের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব নেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ এই প্রস্তাব দ্বারা লীগ সরকার ভাষার প্রশ্নকে ধামাচাপা দিবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কৌশলে বিদেশী ভাষা ইংরেজীকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে আরও দীর্ঘকাল চাপাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিতেছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ইংরেজী ভাষাকে চাপাইয়া রাখিয়া আমাদের দেশের সকল জাতীয় বিকাশের পথরুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং পরাধিনতার নাগপাশ দীর্ঘকাল টিকাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিল, লীগ সরকার সাম্রাজ্যবাদের সেই নীতি ও সেই হাতিয়ারই ব্যবহার করিয়া পাকিস্তানের সকল জাতির জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতির পথ রুদ্ধ করার জন্যই সচেষ্ট হইয়াছে।

'ভাষা সমস্যা জটিল সমস্যা' এখনই সিদ্ধান্ত লওয়ার জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নাই', 'জোর করিয়া চাপানো চলে না', 'যুক্তি দিয়া সকলকেই বুঝাইতে হইবে, অতএব সময়ের প্রয়োজন', 'তাড়াতাড়ি করিয়া ইংরেজী ভাষা বদলানো সম্ভব নয়' এই ধরণের নানা যুক্তির আড়ালে প্রতিক্রিয়াশীল লীগ ও লীগ সরকার ভাষার দাবীকে ধামাচাপা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং নিজেদের আসল মতলব ঢাকিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও নাজিমুদ্দিন সাহেবের বক্তৃতা হইলে লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পরিস্কারভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। লীগ তাহার পূর্ব নীতিই অনুসরণ করিয়া চলার জন্য বদ্ধপরিকর। বাংলাভাষার দাবী তাহারা কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তত নয়। ইংরেজী বা উর্দু এই দুইটি ভাষার একটিকে, পাকিস্তানের বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি বেলুচি প্রভৃতি সকল ভাষাভাষী জাতির উপর চাপাইয়া রাখাই লীগ সরকারের মতলব। কারণ পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও রাষ্ট্র কার্য্য পরিচালনার সুযোগ না দিয়া সকল জাতিকে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখা ও এই পশ্চাৎপদতার সুযোগে সামন্ত বাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখাই হইল ভাষার প্রশ্নে লীগ

সরকারের নীতি। ভাষার প্রশ্নে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত নীতিই প্রতিক্রিয়া-শীল লীগ সরকারের নীতি।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী সকলেই গণপরিষদের সিদ্ধান্তের দিকে চাহিয়াছিল। সমগ্র পূর্ব্ব বঙ্গবাসীর জাতীয় দাবী ও গণতান্ত্রিক দাবী উপেক্ষা করিয়া লীগ সরকার গণপরিষদে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে দারুন বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিক্ষোভকে ব্যাপকভাবে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য 'সর্ব্বদলীয় কমিটির' নেতৃত্বে সভা ও কনভেনশণ আহবান করিয়া গণপরিষদের সিদ্ধান্তের ও লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল স্বরূপ খুলিয়া ধরা ও আন্দোলন গড়িয়া তোলা অত্যন্ত জরুরী।

ভাষার দাবীতে পূর্ব্ববঙ্গে যে অভূতপূর্ব গণআন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যে আন্দোলন বিরাট জাতীয় আন্দোলনের রূপ নিয়াছে, তাহাকে অগ্রসর করিয়া নিয়া যাওয়া পার্টির এক প্রধানতম কর্তব্য।

ভাষা আন্দোলনের মূল শক্তি
ও
দুর্ব্বলতা

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে গণজাগরণ সৃষ্টি হইয়াছে এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসীর ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনাই এই আন্দোলনের ভিতর রূপ নিয়াছে; বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রে সমমর্য্যাদা দেওয়ার ভিত্তিতেই এই আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে, তাই পাকিস্তানের আজাদ পাকিস্তান পার্টি, প্রগতিশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও প্রগতিশীল ব্যক্তিরা বাংলাভাষার দাবীর প্রতি পরিপূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন।

কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গের উর্দুভাষী জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারনের বড় অংশের মধ্যে ভুল ধারনা রহিয়া গিয়াছে। কারণ পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আমরা এখনও পরিস্কার ধারণা জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিতে পারি নাই। যার ফলে মুষ্টিমেয় সচেতন অংশ ছাড়া অনেকের মনে প্রধানতঃ এই ধারণা জন্মিয়াছে যে উর্দু ও বাংলা এই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য দাবী করা হইতেছে এবং

সেই ভাষা সকলের শিক্ষা করিতে হইবে। প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকার এই ধারণা সৃষ্টি করিয়া রাখার জন্য অনবরত প্রচার চালাইতেছে। সেজন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ স্বভাবতই ভাবিতেছে যে বাংলাভাষা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। অতএব, ভাষা সমস্যা ও তার সমাধান পরিষ্কারভাবে পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষি জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবেই ভাষা আন্দোলনের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের আগ্রহ বাড়িবে এবং তাহারাও নিজ নিজ জাতীয় অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাষার সংগ্রামে আগাইয়া আসিবে।

'ইংরেজী ভাষাকে আর রাষ্ট্রভাষা রাখা চলবে না,' 'রাষ্ট্রে সকল ভাষার সমমর্য্যাদা চাই', নিজ নিজ মাতৃভাষার শিক্ষালাভ ও রাষ্ট্র কার্য্যের অধিকার চাই', 'ইংরেজী উর্দু, বাংলা কোন ভাষাই অন্য ভাষাভাষির জাতির উপর চাপানো চলবেনা'.—এই দাবীগুলির ভিত্তিতে পাকিস্তানের বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি উর্দু ভাষাভাষি সকল জাতিরই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া উঠা সম্ভব এবং এই আন্দোলনের ভিতর দিয়াই পাকিস্তানের সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলনও জাগ্রত হইয়া উঠিবে। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষি জাতিরই জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

অতএব, ভাষা আন্দোলন সারা পাকিস্তানে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া উঠার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ-রূপ দেওয়ার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনকে আরও সঠিক ও সংগঠিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা নিতে হইবে।

ভাষা সমস্যার সমাধান

(১) পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে রাষ্ট্রে সমান মর্য্যাদা দিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে চলিবে।

(২) বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, বেলুচি, উর্দু ভাষাভাষি প্রভৃতি সকল জাতিকে নিজ নিজ মাতভাষায় শিক্ষালাভ করার ও রাষ্ট্র কার্য্য পরিচালনার অধিকার দিতে হইবে। কোন ভাষাই অপর ভাষাভাষি জাতির উপর চাপানো চলিবেনা।

উপরোক্ত গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতেই পাকিস্তানে ভাষা সমস্যার বিচার করিতে হইবে এবং এই নীতির ভিত্তিতেই সারা পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে মার্কসপন্থী ও প্রচার পুস্তিকা মারফত করা হইবে।)

বর্তমান স্তরে আন্দোলন ও সংগঠনগত কাজ

আন্দোলন

(ক) গণপরিষদের সিদ্ধান্তের পরিস্কার অর্থ হইল—ইংরেজী ভাষাকে আরও দীর্ঘদিন পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু রাখা। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষির জাতিরই জাতীয় অধিকারকে পদদলিত করা যাইতেছে এবং প্রত্যেক জাতিরই জাতীয় বিকাশ ও উন্নতির পথ আরো দীর্ঘকাল রুদ্ধ করিয়া রাখারই ব্যবস্থা হইয়াছে। অতএব, ইংরেজী ভাষা আরও দীর্ঘকাল চাপাইয়া রাখার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষি জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত নীতি চালু রাখার বিরুদ্ধে বিদেশী ভাষা চাপাইয়া রাখার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষির জাতির জাতীয় অধিকার বোধ ও জাতীয় চেতনাকে রূপ দিয়া ভাষা আন্দোলনকে সমগ্র পাকিস্তানবাসীর আন্দোলনে অগ্রসর করিয়া নিতে হইবে। "ইংরেজী ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে আর চাপাইয়া রাখা চলবে না। পাকিস্তানের সকল ভাষাকে রাষ্ট্রে সমমর্য্যাদা দেওয়া চাই"—এই দাবীর ভিত্তিতে সমগ্র পাকিস্তানে আন্দোলন গড়িয়া তোলার উপর বর্তমানে বিশেষ জোর দিতে হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানবাসীর যে স্বাভাবিক ঘৃণা আছে, সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত নীতি চালু রাখার বিরুদ্ধে সেই তীব্র ঘৃণাই জাগ্রত করিয়া ভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তানের সকল জাতীর জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া তোলার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা নিতে হইবে।

'ইংরেজী ভাষা চালু করা চলবে না', 'সকল ভাষার সমমর্য্যাদা চাই,'বাংলাকে রাষ্ট্রে সমমর্য্যাদা দেওয়া সম্পর্কে অবিলম্বে ঘোষণা চাই'—নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও রাষ্ট্র কার্য্যের অধিকার চাই'—প্রভৃতি শ্লোগানের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গে আন্দোলনকে আরও অগ্রসর করিয়া নিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' তরফ হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে 'প্রচার মিশন' পাঠাইবার উপর জোর দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে 'ভাষা আন্দোলনে ধৃত সকল বন্দীদের মুক্তি চাই', 'গুলি চালানোর নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্যে তদন্ত চাই' শহীদ পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ চাই--প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতেও পূর্ববঙ্গে আন্দোলন গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী।

(খ) ভাষা আন্দোলন যাহাতে আরও ব্যাপক, বৈপ্লবিক ও সংগঠিত রূপ নিতে

পারে তার জন্য শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এবং শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী যাহাতে সংগঠিতভাবে ভাষা আন্দোলনে তাহাদের যোগ্য অংশ ও ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে তার জন্য পার্টির তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া প্রয়োজন।

(গ) মজুর, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবি—সকল শ্রেণীর জীবনে সংকট যে কত গভীর আকারে দেখা দিয়েছে এবং সরকারের প্রতি জনসাধারণের বিক্ষোভ যে আজ কতটুকু বাড়িয়াছে তাহা ভাষা আন্দোলনে জনতার অংশ গ্রহণের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবল দমননীতি, গুলি, বেয়নেট উপেক্ষা করিয়া হাজার হাজার জনতা ভাষা সংগ্রামে আগাইয়া গিয়াছে। ..মন্ত্র দ্বারা ভাষা আন্দোলনের ব্যাপকতাকে রুদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নয়, ইহাই ভাষা আন্দোলন প্রমাণ করিয়াছে।' শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত—সকল মেহনতি জনতা ভাষা আন্দোলন হইতে নিজস্ব দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন করার প্রেরণা ও উৎসাহ পাইয়াছে।

অতএব বর্তমান মজুর কৃষক, মধ্যবিত্ত ছাত্র, কেরানী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের নিজ নিজ দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়িয়া উঠার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাকে রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা নিতে হইবে। সারা পূর্ববঙ্গে রেল আন্দোলন গড়িয়া উঠার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে সেই আন্দোলনকে অগ্রসর করিয়া নিয়া যাওয়ার জন্য পার্টির সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। মজুর ও কৃষক শ্রেণীর আন্দোলন ও শ্রেণী সংগঠন গড়িয়া তোলার উপর আমাদের বিশেষ জোর দিতে হইবে। ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া পূর্ববঙ্গের ছাত্র সাধারণের চেতনার মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে এবং যে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা ছাত্র সমাজকে নূতনভাবে আলোড়িত করিয়াছে তাহাকে সংগঠিত রূপ দেওয়া আজ অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র ঐক্য গড়িয়া তোলার আগ্রহ দারুণভাবে বাড়িয়াছে,—অতএব এই সম্ভাবনাকে রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টা নিতে হইবে।

(ঘ) সর্বোপরি ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া জনগণের চেতনার মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে এবং লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ বিক্ষোভ ও ঘৃণা জাগিয়াছে, তাহাকে আরও বাড়ানো সুস্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য লীগের শ্রেণী চরিত্র জনসাধারণের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলিয়া ধরা অত্যন্ত জরুরী।

'লীগ সরকারের অবসান চাই', 'অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা চাই', নির্বাচনে সকল দলও প্রতিষ্ঠানকে পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া

চাই', 'সকল আটক বন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই', 'পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা চাই', 'প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকারের বদলে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা চাই'—প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে অবিলম্বে প্রচার আন্দোলন শুরু করা দরকার।

সংগঠন ঃ (ক) ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া যে সর্ব্বদলীয় ঐক্য ও সর্ব্বদলীয় সংগঠন রূপ নিয়াছে তাহাকে আরও মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে। এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া সর্ব্বদলীয় ঐক্যের উপর জনসাধারণের যে আস্থা জন্মিয়াছে তাহাকে আরও বাড়াইয়া তোলার চেষ্টা নিতে হইবে। সর্বদলীয় কমিটির মধ্যে সংস্কারবাদী মনোভাব দেখা দিবে, তাহার বিরুদ্ধে কমিটির ভিতরে ও বাহির হইতে লড়াই করিতে হইবে। এইভাবে সর্ব্বদলীয় কমিটিকে আরও মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো সম্ভব হইবে। সর্ব্বোপরি সঠিক নীতির ভিত্তিতে সর্ব্বদলীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদলীয় ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে, তবেই সর্ব্বদলীয় ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে। ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন আন্দোলনের সময়ে ও আগামী সাধারণ নির্বাচনের সময়ে সর্ব্বদলীয় ঐক্য যাহাতে আরও ব্যাপক ও মজবুত ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিতে পারে, তার জন্য আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে।

ভাষা আন্দোলনের ব্যাপকতার তুলনায় ভাষা আন্দোলনের সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল। অতএব সংগঠন গড়িয়া তোলার উপর আমাদের বিশেষ জোর দিতেই হইবে। ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া জেলায় জেলায়, কোন কোন মহকুমায় এমন কি কোন কোন গ্রাম্য এলাকায়ও সর্ব্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সেই কমিটিগুলি দমননীতির ফলে ও সংস্কারপন্থী নেতাদের পিছু হঠার ফলে অনেকখানি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। সংগ্রামশীল নেতা ও কর্মীদের লইয়া ও মজুর কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া এই কমিটিগুলি পুনর্গঠন করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রচার আন্দোলন আরো সংগঠিতভাবে চালাইয়া যাওয়ার জন্য সর্ব্ব-দলীয় কর্ম পরিষদের নেতৃত্বে কেন্দ্রে ও প্রত্যেক জেলায় ভলান্টিয়ার দল গড়িয়া তোলার উপর আমাদের বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন।

ভাষা আন্দোলনকে আরো অগ্রসর করিয়া নিয়া যাওয়ার জন্য ও আরও সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য ২৭শে এপ্রিল ঢাকায় 'প্রাদেশিক ভাষা কনভেনশন' হইতেছে। বর্তমান সময়ে এই কনভেনশনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত বেশী। তাই এই কনভেনশনে ভাষা আন্দোলনের সঠিক নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া সারা পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সারা প্রদেশব্যাপী সংগঠনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাড় করাইবার চেষ্টা নিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে অনুরূপ কনভেনশন আহ্বান করিয়া ভাষা আন্দোলনকে সুপরিকল্পিতভাবে ও সংগঠিত ভাবে পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করা দরকার।

প্রতিটি ভাষা কনভেনশন ও প্রতিটি সভায় ইংরাজী ভাষা চাপাইয়া রাখার বিরুদ্ধে ও সকল ভাষার সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবীতে সারা পূর্ববঙ্গে ও সমগ্র পাকিস্তানে আন্দোলন গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করুন।

সর্ব্বত্র সর্ব্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম কমিটি গড়িয়া তুলুন।

(খ) ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী ছাত্র ও যুবকদের অনেকের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কর্মপন্থার প্রতি আস্থা বাড়িয়াছে এবং অনেকেই পার্টির নীতি ও কর্মপন্থা জানবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পার্টি নীতিতে বিশ্বাসী নূতন নূতন কর্মীদের লইয়া অবিলম্বে গ্রুপ গঠনের ব্যবস্থা করার দরকার। তাহাদের মার্কসবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য অবিলম্বে রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থা করুন। ইহা অত্যন্ত জরুরী কাজ। তাছাড়া কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কর্মপন্থা প্রচারপত্র, পুস্তিকা ও আলোচনা বৈঠক মারফৎ ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

বিপ্লবী অভিনন্দন
পূর্ববঙ্গ সংগঠন কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি

ভাষা আন্দোলন ধ্বংসকারী সরকারী দমন নীতি ও কুৎসার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান

ভাইসব !

পাকিস্তানের শতকরা ৫৪ জন অধিবাসীর মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে পূর্ববঙ্গের সমস্ত জনসাধারণ গত দুইমাস ধরিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে এক বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। মাতৃভাষার এই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিবার জন্যই জল্লাদ নূরুল আমিন সরকারের পুলিশ-মিলিটারী ঢাকায় নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র শোভাযাত্রার উপর নৃশংসভাবে গুলী চালাইয়াছে— কয়েকজন ছাত্র ও নাগরিক শহীদ হইয়াছেন। কয়েক শত লোক আহত হইয়াছেন। ৭/৮ শত লোককে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করিয়া, কার্ফিউ ও ১৪৪ ধারা জারী করিয়া লীগ সরকার দেশময় এক সন্ত্রাস-রাজ কায়েম করিয়াছে।

দেশের জনসাধারণকে লুঠ করিবার উদ্দেশ্যেই ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ গায়ের জোরে ইংরাজী ভাষা চাপাইয়া দেশবাসীকে শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক হইতে পশ্চাদপদ রাখিয়াছিল। বিশ্বস্তভাবে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বেইমান লীগ সরকার পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের উপর একমাত্র উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপাইতে চায়। বিদেশী ভাষা আয়ত্ব করিতে যাইয়া দেশের জনসাধারণ নিরক্ষর ও বোকা বনিয়া থাকুক, আর সেই সুযোগে তাহাদের উপর সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ নির্বিঘ্নে চালান হইবে — ইহাই হইল বর্তমান লীগ শাসক শ্রেণীর মূল উদ্দেশ্য।

মাতৃভাষাকে খর্ব করিবার ও পূর্ববঙ্গকে দাস বানাইবার এই হীন চক্রান্ত দেশবাসী বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লয় নাই। বেয়নেট ও গুলীর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সারা দেশে হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রার মারফৎ বিক্ষোভের ঝড় তুলিয়াছে। খুনী সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশের ষোল আনা লোক তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। গণ-আন্দোলনের দুর্বার অগ্রগতি রোধ করিতে যাইয়া ফ্যাসিস্ট দমন নীতি যখন

ব্যর্থ হইয়াছে, তখন নিজেদের শোষণের গদী রক্ষা করিবার জন্য লীগ সরকার বাংলা ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা ও কুৎসার অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

মুসলীম লীগের নেতৃবৃন্দের মূল বক্তব্য হইল এই যে, ভাষা আন্দোলনের প্ররোচনা দিয়া বহু বিদেশী চর, কমিউনিষ্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, প্রভৃতি "রাষ্ট্রদ্রোহী" প্রতিষ্ঠান অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপের দ্বারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী জমিদার এবং একচেটিয়া পুঁজির বিশ্বস্ত দালাল লীগ নেতৃবৃন্দ কোন তথ্য প্রমাণের ধার ধারে না। তাহাদের এই মিথ্যা প্রচার ও গলাবাজীর মূল উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সমগ্র গৌরবময় অবদানকে হেয় করা। ভারতীয় ইউনিয়ন ও হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িকতার আওয়াজ তুলিয়া তাঁহারা জন সাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে ও এইভাবে অনৈক্য ও বিভেদের অস্ত্রে বাংলা ভাষা আন্দোলনকে ধ্বংস করিতে চান। বাংলাভাষা আন্দোলনকারীরা উর্দু বিরোধী—এই মিথ্যা প্রচার দ্বারা তাহারা বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সংঘর্ষের উস্কানী দিতেছেন। তাহা ছাড়া বাংলাভাষা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক কমিউনিষ্ট পার্টি অন্যান্য প্রগতিশীল দল ও সংগঠনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কল্পিত অভিযোগ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দমন নীতির পথ পরিষ্কার করা হইতেছে! লীগ নেতৃত্বের এই কুৎসিৎ অপচেষ্টা সম্বন্ধে আমরা দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করিতেছি।

লীগ নেতাদের এই শয়তানী কায়দা নতুন নহে। লীগ সরকারের জালেমী চরিত্র বুঝিতে পারিয়া দেশের মেহনতি জনতা নিজেদের গণতান্ত্রিক দাবীদাওয়ার জন্য যখনই কোন লড়াই আরম্ভ করেন তখনই মুসলীম লীগ সরকার নিজেদের শোষণের তখ্ত নিরাপদ করিবার জন্য—"রাষ্ট্রের নিরাপত্তা" "ইসলাম বিপন্ন" ইত্যাদি বস্তাপচা পুরাতন বুলি আওড়াইয়া জনতাকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে।

যে নাজিমুদ্দিন ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষার দাবী স্বীকার করিয়া লইবার ওয়াদা দিয়াছিলেন সেই নাজিমুদ্দিনই প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নির্লজ্জের মত ১৯৫২ সালে সেই ওয়াদা খেলাপ করিলেন। আজ আবার প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও প্রাদেশিক লীগ এসেম্বলী পার্টি বাংলা ভাষার জন্য দরদ দেখাইয়া কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিতেছে। কিন্তু লীগ নেতৃত্বের মেকী ওয়াদার মায়াকান্নাকে আর কোন মতেই বিশ্বাস করা চলে না—ইহাই হইল পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা।

পূর্ব পাকিস্থানের বাংলার দাবী হইল সমস্ত বাঙ্গালীর দাবী—তাহার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবী। ইহাতে প্রাদেশিকতার চিহ্নমাত্র নাই। লীগ নেতৃত্বই সেই দাবীর কণ্ঠরোধ করিতে গিয়া জাতিদ্রোহী কুচক্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করিয়া লীগ নেতৃত্ব তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও রেষারেষি পয়দা করিতেছেন। এইভাবে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করিয়া লীগ নেতৃত্বই পাকিস্তানকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদীদের শোষণমুক্ত প্রকৃত স্বাধীন গণতান্ত্রিক ও সুখী পাকিস্তান গড়িয়া তোলাই কমিউনিষ্ট পার্টির লক্ষ্য। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পথেই পার্টি সেই লক্ষ্যে পৌছাইতে চায়।

সেজন্যই কমিউনিষ্ট পার্টি দাবী করিতেছে যে:—

- o গণপরিষদের বর্তমান অধিবেশনেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হউক। উর্দু সহ পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষার সম মর্য্যাদা দিতে হইবে। আরবী হরফে বাংলা লেখার হীন চক্রান্ত বন্ধ করিতে হইবে। শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকেই চালু করিতে হইবে।

প্রত্যেকটি বিরোধী দল ও মতের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া দেশে একনায়কী স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করিবার জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া লীগ সরকার ফ্যাসিস্ট জননিরাপত্তা আইন দ্বারা বিনা বিচারে ২০০০ হাজার দেশ প্রেমিককে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই সাম্রাজ্যবাদী আটক নীতির বিরুদ্ধে সারা দেশে তুমুল প্রতিবাদ উঠিয়াছে। তাই আমরা দাবী করিতেছি:—

- o ভাষা আন্দোলনের বন্দীসহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি চাই।
- o ঘৃণ্য নিরাপত্তা আইন, ১৪৪ ধারা প্রভৃতি সমস্ত পীড়নমূলক আইনের প্রত্যাহার চাই।
- o অবিলম্বে খুনী নূরুল আমীন সরকারকে পদত্যাগ করিতে হইবে।
- o ইংরেজ বিচারপতি দ্বারা গঠিত জন-বিরোধী তদন্ত কমিটি বর্জ্জন করিয়া নিরপেক্ষ বেসরকারী তদন্ত কমিটি দ্বারা ঢাকার হত্যা-কাণ্ডের তদন্ত চাই—অপরাধীদের শাস্তি চাই। ভাষা আন্দোলনের অপরাধে বন্দী ছাত্র এবং অন্যান্য দেশ প্রেমিকদের রাষ্ট্র অপরাধে ঘৃণ্য অজুহাতে আটক রাখিয়া তদন্তের প্রহসন করা চলিবে না।

অবিলম্বে অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন নূরুল আমীন সরকারের

দুঃশাসনের অবসান ঘটাইয়া দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পথ সুগম করিতে পারে।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দল, মত ও ব্যক্তি যাহাতে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন তাহার জন্য প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন চাই।

উপরোক্ত দাবী সমূহ পূর্ব পাকিস্তানের দেশ প্রেমিক সমস্ত জনতার জাতীয় দাবী। সুতরাং বগুড়ার সমস্ত মজুর কৃষক ছাত্র ব্যবসায়ী সকলের নিকট কমিউনিষ্ট পার্টি আহ্বান জানাইতেছে—আপনারা আগাইয়া আসুন। সম্মিলিত-ভাবে শপথ গ্রহণ করুন—যতদিন না বাংলা ভাষার দাবী পুরাপুরি ভাবে পূরণ হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সর্বদলীয় ভাষা কমিটির নেতৃত্বে আমরা ভাষার লড়াই চালাইয়া যাইব। সহরের পাড়ায় পাড়ায়, প্রতি গ্রামে গ্রামে গণসহি. ডেপুটেশন, সভা-শোভাযাত্রা মারফৎ বন্দীমুক্তি ও পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি গড়িয়া মুসলীম লীগের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করুন। ঢাকার বীর শহীদদের আত্মত্যাগ কখনই ব্যর্থ হইবে না। ঢাকার রক্তরঞ্জিত রাজপথ ভাষার লড়াইয়ে আমাদিগকে নূতন শিক্ষা দিক। বীরপ্রসবিণী বাংলা ভাষার জয় সুনিশ্চিত হউক।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ

বগুড়া জেলা কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি

শোভনা প্রেস, খুলনা।

ভাষা আন্দোলনের পর্য্যালোচনা

সকল পার্টি সভ্যের জন্য
শত্রুর হাত হইতে অবশ্যই
গোপন রাখিতে হইবে।

জাতীয় সংগ্রাম

বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার পদমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সারা পূর্ব্ববঙ্গে যে গণ অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হইয়াছে পূর্ব্ববঙ্গের তথা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯৪৮ সালে সেই আন্দোলন সুতীব্র রূপ ধারণ করিয়াছিল। তখন আন্দোলনের আঘাতে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা পশ্চাদপসরণ করিয়া ওয়াদা দিয়াছিল যে তাহারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করিবে কিন্তু পরে মুসলীম লীগ সরকার তাহার স্বভাবসুলভ বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ বিশেষ করিয়া বুদ্ধিজীবি ও ছাত্র সমাজের ভিতর বিভিন্ন ধরণে ভাষার আন্দোলন চলিতে থাকে।

গত ২৭শে জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব যখন আবার ঘোষণা করেন যে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে তখন হইতেই নূতন পর্য্যায়ে ভাষার আন্দোলন শুরু হয়, এবং ৩০শে জানুয়ারী ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা নগরীতে ছাত্রদের ধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হয়, ৩১শে জানুয়ারী গঠিত হয় "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" এবং সংগ্রাম পরিষদ ভাষার দাবীতে ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশে সাধারণ হরতালের আহবান জানান।

মুসলীম লীগ সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা জারি করিয়া আন্দোলনকে দমন করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারী সরকারের ১৪৪ ধারা তুচ্ছ করিয়া পুলিশের উদ্যত রাইফেল ও গুলিবর্ষণের সামনে ঢাকার ছাত্র সমাজের মৃত্যু ভয়হীন অভিযান ও পুলিশের গুলিতে ঢাকার রফিকুদ্দিন, বরকত প্রভৃতি বীর তরুণদের শাহাদৎ বরণ আন্দোলনকে এক নূতন স্তরে উন্নীত করিল। ২১শে তারিখের ঘটনা ঢাকা নগরীর ও সারা পূর্ববঙ্গের সমস্ত নর নারীর ভিতর এক বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চার করিয়াছিল। ২২শে ২৩শে ফেব্রুয়ারী মিলিটারীর বন্দুক ও সরকারের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করিয়া ঢাকা নগরীতে হাজার হাজার জনতার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা নগরীতে সরকারী অফিস ও রেডিও ষ্টেশন হইতে শুরু করিয়া যানবাহনে হাটবাজারে একটা সাধারণ হরতালের আঘাতে সরকারের বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা অচল হইয়া যায়। শ্রমিক শ্রেণী এ লড়াইএ সরিক হয় এবং ২১শে তাং চট্টগ্রামে, ২৩শে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ রেল শ্রমিকগণ এবং ২৫শে তরিখে নারায়ণগঞ্জে সমস্ত মিল এলাকায় শ্রমিকগণ হরতাল করে। ২৯শে ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জে পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর জনতা ঐক্যবদ্ধ হইয়া প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়িয়া তোলেন, ২২শে হইতে শুরু করিয়া ২৬শে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের সমস্ত জেলাতেই শহরে শহরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রার ঢেউ খেলিয়া যায়।

এই বিরাট গণসংগ্রামকে দমন করিবার জন্য সরকার বীভৎস দমননীতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী বিরোধ সৃষ্টি করিতে এবং আন্দোলনকে উর্দ্দু বিরোধী খাতে প্রবাহিত করিতে অপচেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু জনগণ নিজেদের সুস্থ চেতনা দ্বারাই চালিত হইয়া ও সকল জনগণের সঙ্গে একতার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল এবং উর্দ্দুভাষী জনগণের প্রগতিশীল অংশ আন্দোলনে সমর্থন জানাইয়াছিল।

বস্তুতঃ এবারকার ভাষা আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের শ্রমিক কৃষক হইতে শুরু করিয়া ব্যবসায়ী ধনিক পর্যন্ত নূরুল আমীন সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং পূর্ববঙ্গের এক গৌরবময় জাতীয় সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এবার আন্দোলনে একটানা যেরূপ চারিদিন হরতাল চলিয়াছিল এবং যেরূপভাবে বিভিন্ন শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল সেইরূপ ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম পূর্ববঙ্গে আর কোনদিন অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই ব্যাপক গণসংগ্রাম পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে।

আন্দোলনের লাভ : এই ব্যাপক গণ সংগ্রামের মধ্য দিয়া নুরুল আমীন সরকারের বিরুদ্ধে সকল জনগণের তীব্র ঘৃণা ফাটিয়া পড়ে এবং সকল জনগণ হইতে

বিছিন্ন হইয়া সরকার শুধু সশস্ত্র বাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া নিজের গদী টিকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির ভিতরেও তখন ভাঙ্গন শুরু হয়। নুরুল আমীন মন্ত্রীসভা আইনসভায় নিজদলের সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া আইন সভার অধিবেশন স্থগিত রাখে। গণশক্তির আঘাতে শাসক গোষ্ঠীর ভিতর তীব্র সংকটের সৃষ্টি হয়।

গণ আন্দোলনের আঘাতে সরকার তখন পিছু হটিতে বাধ্য হয় এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী সরকার আইন সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণ-পরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইহা সত্য যে এই প্রস্তাব গ্রহণের পিছনে সরকারের আত্মরক্ষা করার অপকৌশল রহিয়াছে। এখন গণ-পরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দেয় নাই এবং সরকার সুযোগ বুঝিলেই আবার বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। কিন্তু গণশক্তির সামনে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের এই পশ্চাদপসরণ ও এই প্রস্তাবকে আন্দোলনের প্রাথমিক জয় বলিয়া গণ্য হইবে—ইহাই আন্দোলনের প্রথম লাভ।

দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলনের তীব্রতার মধ্য দিয়া জনগণের চেতনাতেও এক নূতন পরিবর্তন আসিয়াছে। এর আগে পূর্ব্ববঙ্গের জনগণের বিভিন্ন আন্দোলন-গুলি প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল বিশিষ্ট শ্রেণীর বিশিষ্ট অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার ভিতর। দাস শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়েও লীগ সরকারের বিরুদ্ধে এত তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু বর্তমান আন্দোলনের মধ্য দিয়া জন-গণের মনের বহু মোহই আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এবার ভাষার অধিকারের দাবীর সঙ্গে সঙ্গে মোহমুক্ত জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমস্ত নিরাপত্তা বন্দীদের মুক্তি, নিরাপত্তা আইনের নাকচ এবং নূরুল আমীন সরকারের পদত্যাগের রাজনৈতিক দাবীও তুলিয়াছেন। এই ভাবে এই আন্দোলন উন্নততর রাজনৈতিক পর্যায়ে উঠে। এই আন্দোলনের এক আঘাতেই জনগণের চেতনা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং মুসলিম লীগ সরকার জনগণ হইতে বহুল পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা এই আন্দোলনের দ্বিতীয় লাভ।

তবে সরকারের এই রাজনৈতিক বিভিন্নতা রাতারাতি আসিয়া হাজির হয় নাই। গত সাড়ে চার বৎসর যাবৎ জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী জীবনের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার চাপে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন অপরদিকে গত সাড়ে ৪ বৎসর যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদের জাতীয় অধিকারে সরকারের হস্তক্ষেপ জনগণের মনে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং এবার যখন ভাষার অধিকার রক্ষার প্রশ্ন আসে তখন সমস্ত জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে নামে। জীবনের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার

অভিজ্ঞতা এবং জাতীয় অধিকারের দাবী এই দুইটি ধারা একত্রিত হইয়াই বর্তমান ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থানের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাজেই বর্তমান আন্দোলন হইতে এই শিক্ষাও আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে যে জমি বাঁচার মতো মজুরী, উন্নত জীবন ধারণের দাবী প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী একত্রে মিলিয়া পূর্ববঙ্গের তথা পাকিস্তানের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিরাট শক্তির সৃষ্টি করিবে।

চতুর্থতঃ এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া ঢাকা নগরীতে সারা পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদগুলি গঠিত হইয়াছিল এবং সেগুলি আন্দোলনের নেতৃত্বে যে ভুমিকা পালন করিয়াছে তাহাও বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। অতীতেও বিভিন্ন সংগ্রামের সময় এই ধরনের সংগ্রাম কমিটির উদ্ভব আমরা দেখিয়াছি, এবার ২১শে ফেব্রুয়ারীর পরবর্তী বিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে ঢাকা নগরীতে ও পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায় সরকার ছিল জনগণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং সংগাম পরিষদগুলি ছিল জনগণের অবিসংবাদী নেতা। সংগ্রাম পরিষদগুলির নেতৃত্বে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন মতের জনগণ এক্যবদ্ধ হইয়া লড়াই করিয়াছেন। এই পরিষদগুলি ছিল জনগণের ঐক্যের ও সংগ্রামের হাতিয়ার।

কাজেই বুঝা যায় যে পূর্ববঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এরূপ সংগ্রাম কমিটি জনগণের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের প্রতীক ও হাতিয়ার রূপে জন্ম নিতেছে। আগামী দিনের সংগ্রামে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের এই বিশেষ ধরণকে সচেতনভাবে আরও ব্যাপক গণভিত্তিতে দাড় করান এবং উন্নত রূপ দেওয়ার জন্য আমাদিগকে বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে।

আন্দোলনের মূল দুর্বলতা

ভাষা আন্দোলনের উপরোক্ত মূল শিক্ষাগুলি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের নেতৃত্বও সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের ভিতর যে সব দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও পর্য্যালোচনা করা দরকার।

প্রথমতঃ ইহা বলা দরকার যে আন্দোলনের প্রথম দিকে নেতৃত্বের ভিতর বাঙ্গালী জাত্যাভিমানের ভাবধারা দেখা যায়। ৩১শে জানুয়ারী ঢাকার বার লাইব্রেরীতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সভায় আন্দোলনের মূল দাবী সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী স্পষ্টভাবে উঠান হয় এবং উর্দ্দু ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে বলা হয় যে পশ্চিম পাকিস্তানের

জনগণের মতামত লইয়া অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক সংগ্রাম পরিষদের ভিতর আওয়ামী লীগের নেতাগণ (তাহারাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষার আন্দোলনকে শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গবাসীদের লড়াই বলিয়া মনে করে এবং সেজন্য তাহারা অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে কিছু বলিতে বা পাকিস্তানের জনগণের সকল ভাষার সমান মর্যাদার আওয়াজ তুলিতে চান নাই। আন্দোলনের ভিতরে এই ভাবধারা চলিতে থাকিলে শাসকগোষ্ঠী ইহাকে উর্দু বিরোধী বা পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন বলিয়া কুৎসা প্রচার করিয়া বাঙ্গালী অবাঙ্গালী বিভেদ আনিবার সুযোগ পাইত। কিন্তু আমাদের পার্টির কমরেডদের প্রচেষ্টা পরে আন্দোলনের মূল আওয়াজ হিসাবে "বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কর" এবং "এই আন্দোলন উর্দু বিরোধী নয়" প্রভৃতি আওয়াজ উঠান হয়। ইহাতে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী বিভেদের পথ বন্ধ হয়। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে উর্দুভাষীদের বিরাট সংখ্যা নিরপেক্ষতার ভূমিকা পালন করিয়াছে। ইহা আন্দোলনের দুর্বলতা এবং এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সরকার ভবিষ্যতে আবার বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর বিভেদ উস্কাইতে চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয়তঃ সংগ্রাম পরিষদের ভিতর আওয়ামী লীগের বহু নেতাই আন্দোলনের সময়ে বহু দোদুল্যমানতা দেখাইয়াছেন। ২১ তারিখের পূর্বে তাহারা ২১শে সাধারণ হরতালের প্রস্তুতির কাজে বহু গাফিলতি করিয়াছেন, বহু বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা নগরীতে ছাত্র শোভাযাত্রারও তাহারা বিরোধিতা করিয়াছেন এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা জারী করিলে তাহারা পশ্চাদপসরণ করিয়া সংগ্রাম পরিষদের ভিতর ভোটের জোরে ২১ তারিখে সভা শোভাযাত্রা না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের সেই নেতাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কারবাদী দোষে দুষ্ট এবং গণ সংগ্রাম বিমুখী।

কিন্তু ২১শে তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী আওয়ামী লীগ সভ্যদের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে রাজী হয় নাই এবং সেই দিন সরকারের অবিচার মূলক ১৪৪ ধারা তুচ্ছ করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা করার যে সিদ্ধান্ত করেন তাহাতেই পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি হয়।

২১শে তারিখের পরবর্তী দুই দিন ঢাকা নগরীতে গৌরবময় ঘটনাবলীর সময়ে সংগ্রাম পরিষদের ভিতরকার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। তবে গণ আন্দোলনের জোয়ারে আবার তাহারা ২৩শে তারিখ হইতে সংগ্রাম পরিষদের কাজে যোগ দেন। তখন দেখা গেল যে তাহারা অতিমাত্রায়

বামপন্থী হইয়া উঠিয়াছেন। তাহাদের প্রস্তাব মতেই ২৫শে তারিখে সরকারকে সংগ্রাম পরিষদের ৯ দফা দাবী মানিবার জন্য ৯৬ ঘন্টার চরমপত্র দেওয়া হয় এবং ৫ই মার্চ শহীদ দিবসে আবার সাধারণ হরতাল ঘোষণা করা হয়। আমাদের কমরেডরাও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এভাবে চরমপত্র প্রদান ও ৫ই মার্চ হরতাল ঘোষণা করা ভুল ছিল বলিয়াই আমরা মনে করি। কারণ একটানাভাবে চারদিন হরতালের মাথায় ২৫শে তারিখেই ঢাকা নগরীতে সুউচ্চ শিখরে পৌঁছাইয়াছিল। এরপর স্বভাবতঃই আন্দোলনে কিছুটা ভাটা আসার সম্ভাবনা ছিল। ইতিমধ্যে সরকারও নানা প্রকার বিভেদমূলক প্রচার চালাইয়াছে ও রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারী নামাইয়া দিয়াছে। অপরদিকে আন্দোলনের সাংগঠনিক ভিত্তিও ছিল দুর্বল এই পরিস্থিতিতে বোঝা উচিত ছিল যে তখন সরকার দাবী না মানিলে আর একটা সংগ্রাম দ্বারা চরমপত্রের সম্মান রক্ষা করা যাইবে না এবং ৫ই মার্চ সাধারণ হরতাল করাও কঠিন। কাজেই আমাদের মনে হয় আন্দোলনের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব হিসাবে সংগ্রাম পরিষদের কার্য্য ছিল সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া প্রাথমিক জয় হইয়াছে এই ঘোষণা করিয়া এখন সভা, শোভাযাত্রা, জনমত ও সাংগঠনিক কাজের দিকে আন্দোলনকে প্রবাহিত করা। তাহা হইলে আন্দোলনকে সুসংগঠিতভাবে গুটাইয়া নেওয়া যাইত এবং আন্দোলনের লাভ গুলিকেও আরো সংহত করা যাইত।

আন্দোলনের দ্বিতীয় দুর্বলতা ছিল সাংগঠনিক। ঢাকা নগরীতে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় আন্দোলনের সংগঠন ছিলো না বলিলেও চলে। আন্দোলনের মূল সংগঠনিক ভিত্তি ছিল ছাত্রদের হোষ্টেলগুলি এবং সরকার যখন সেগুলি বন্ধ করিয়া দিল তখন আন্দোলনের জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং পরে সরকারের প্রচণ্ড দমন নীতির সামনে আন্দোলনকে আগাইয়া নেওয়া গেল না।

তৃতীয়তঃ—আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণী অংশগ্রহণ করিয়াছিল বটে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী তাহার কাজ দ্বারা আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন নাই। এবং আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণী। ইহাই ছিল আন্দোলনের অন্যতম দুর্বলতা। শ্রমিক শ্রেণীর উপর সংস্কারবাদী নেতাদের প্রভাব ও শ্রমিক আন্দোলনে আমাদের দুর্বলতার জন্যই এ দুর্বলতার উদ্ভব হইয়াছিল।

আন্দোলনে পার্টির ভূমিকা

পার্টি এই আন্দোলনে প্রথম হইতেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল এবং এই আন্দোলনের ভিতর যাহাতে বাঙ্গালী জাত্যাভিমানের বা উর্দু বিরোধী কোন মনোভাব

না আসে সে জন্য পার্টি হইতেই আওয়াজ তোলে "সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই" ও এই আন্দোলন সকলের গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন। ইহা সুস্পষ্ট-ভাবে বলা চলে যে এই আন্দোলনকে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সকলের মিলিত আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় পার্টির বিশেষ অবদান রহিয়াছে।

পার্টির দ্বিতীয় অবদান হইল আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব হিসাবে সংগ্রাম পরিষদকে জোরদার করা ও চালু রাখা, সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে আওয়ামী লীগ পন্থীদের দোদুল্যমানতা ও সংস্কারবাদ দেখিয়া কোন কোন কমরেড মাঝে মাঝে তাহাদিগকে বাদ দিয়া চলার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পার্টির নেতৃত্ব সব সময় এই সঠিক নীতি অনুসরণ করেন যে, সংগ্রাম পরিষদের ভিতর ঐ সব সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পরিষদের সর্বদলীয় চরিত্র ও ঐক্য বজায় রাখা। পার্টির এই নীতির জন্য সংগ্রাম পরিষদের ও আন্দোলনের ঐক্য বজায় রহিয়াছে।

এখানে প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ করা দরকার যে কোন কোন কমরেড কখনও কখনও "আন্দোলনে সর্বদলীয় ঐক্য ব্যাহত হইবে" ইত্যাদি যুক্তি দেখাইয়া পার্টির ইস্তাহার প্রভৃতি বিলি করিতে চান নাই। এই মনোভাবও ভুল, কেননা ইহাতে পার্টির স্বাধীন ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়। সর্বদলীয় কমিটির ঐক্য বজায় রাখা যেমন দরকার ঠিক তেমনি দরকার পার্টির স্বাধীন ভূমিকাকে বজায় রাখা।

তৃতীয়তঃ এই আন্দোলনে সমগ্র পার্টিই যথাসাধ্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সমস্ত কমরেডরাই আন্দোলনের নেতৃত্বদানে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই সঙ্গে সঙ্গে পার্টির দুর্বলতাগুলিও আত্মসমালোচনামূলকভাবে বিবেচনা দরকার।

প্রথমতঃ এই আন্দোলন যে এত তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করিবে তাহা পার্টি নেতৃত্ব বুঝিতে পারেন নাই। জনগণের মনে সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগিয়াছিল তাহা পার্টি নেতৃত্ব ছোট করিয়া দেখিয়াছিল। এই কারণেই ২০শে তারিখ ১৪৪ ধারা জারী হওয়ার পর কি কর্তব্য হইবে এই সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না দিয়া সেদিন পার্টি নেতৃত্ব কমরেডদের শুধু বলিয়াছিলেন যে, ২১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্র জমায়েত করিয়া সেখানে পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক এবং কমরেডরা যেন সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া নেন। অবশ্য ২১শে তাং ছাত্রদের মনোভাব সঠিকভাবে বুঝিতে পারিয়া কমরেডরা বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত করেন যে ১৪৪ ধারা থাকা সত্বেও ১০ জন ১০ জন করিয়া মিছিল করা দরকার। তাহাদের এই সঠিক সিদ্ধান্তই সমস্ত আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া দেয়।

জনগণের বিক্ষোভকে খাটো করিয়া দেখার জন্য এবং আন্দোলনের গতি ও চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় ২১শে তারিখের পরবর্তী ঘটনাবলীর সময়ে পার্টি নেতৃত্ব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েন। তখন পার্টি নেতৃত্ব ঘটনাবলীর পিছনে পিছনে চলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত লইয়াছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফলে চরমপত্র দেওয়ার ও ৫ই মার্চ্চ হরতাল ঘোষণার ভুল সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও পার্টি যথাসময়ে কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

সেই জন্যই পার্টি নেতৃত্ব আগে হইতে আন্দোলন সম্পর্কে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিকল্পিত কর্মপন্থা লইয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই ও কমরেডদেরকে একটি সুসংবদ্ধ বিপ্লবী বাহিনীর মত কাজ করাইতে পারেন নাই। টেক ব্যবস্থার দুর্বলতার দরুন আন্দোলনের সময়ে বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় কমরেডদের ভিতর যোগাযোগও নিয়মিত থাকে নাই। কিন্তু উপরোক্ত ভুলগুলি সত্ত্বেও একথা সুস্পষ্টভাবে বলা চলে যে এবার আন্দোলনের পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

বর্তমানের কাজ

আন্দোলনের ভিতর সংগ্রাম পরিষদের ও আমাদের উপরোক্ত ভুলগুলি সত্ত্বেও গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়া পূর্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তির বিরাট সমাবেশ হইয়াছে এবং মুসলিম লীগের রাজনৈতিক প্রভাব বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের নিম্নলিখিত কাজগুলি সমাধা করা দরকার।

(১) লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ভিতর যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে ও এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দল ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের যে ঐক্য আসিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একটি সম্মিলিত কার্য্যসূচীর ভিত্তিতে বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে আজ আমাদের বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

(২) নূরুল আমীন সরকারের পদত্যাগের যে আওয়াজ উঠিয়াছে তাহাকে আরো জোরদার করা বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের মিলিত উদ্যোগে যথাসাধ্য সভা প্রভৃতি করিয়া "নূরুল আমীনের পদত্যাগ" ও "অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন চাই" আওয়াজকে ব্যাপকতর করা এবং আগামী নির্বাচনে যাহাতে একটি কার্য্যসূচীর ভিত্তিতে লীগ বিরোধী সকল শক্তিকে সংহত করা যায় এখন হইতেই তাহার কাজ শুরু করা।

(৩) আন্দোলনের মধ্য দিয়া যে অসংখ্য নরনারী মোহমুক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে স্ব স্ব শ্রেণী ও গণ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া

প্রগতিশীল গণ সংগঠন গুলিকে ব্যাপক ও জোরদার করা। সেজন্য এখানেই বিভিন্ন গণ প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও কর্মী সংগ্রহে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(৪) শ্রমিক আন্দোলনে আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া এবং এই আন্দোলনে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সংস্কারবাদী নেতারা যে ভূমিকা পালন করিয়াছে তাহা শ্রমিকদের ভিতর আরো প্রচার দ্বারা ফাঁস করিয়া দেওয়া।

(৫) সংগ্রাম পরিষদগুলিকে সর্বত্র চালু রাখা ও তাহার নেতৃত্বে যতদূর সম্ভব শহরে ও গ্রামে সভা অনুষ্ঠান করিয়া গণ পরিষদে "বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা" "আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি চাই" প্রভৃতি প্রস্তাব পাশ করা, গ্রামে কৃষকদের ভিতর যাহাতে এ দাবিগুলো জনপ্রিয় হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা। উপরোক্ত দাবীগুলির জন্য সংগ্রাম পরিষদ হইতে গণসহির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(৬) সরকার আন্দোলনকে "বাহিরের উস্কানী" ও "রাষ্ট্রের পতন ঘটাইবার ষড়যন্ত্র" বলিয়া যে কুৎসা রটনা করিতেছে সংগ্রাম পরিষদ হইতে তাহার পাল্টা প্রচার দ্বারা ঐ কুৎসা ছিন্নভিন্ন করা।

(৭) আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে সরকার যে কুৎসা রটাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে অহরহ প্রচার, এ সম্পর্কে পাঃ সংগঠনী কমিটি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রচার করা ও সম্ভব হইলে স্থানীয়ভাবে সেগুলিকে আরো ছাপাইয়া বিলি করা।

(৮) এই আন্দোলনের মধ্যদিয়া যে সব কর্মী বাহির হইয়া আসিয়াছে—তাহাদের মধ্য হইতে বাছা বাছা কর্মীদের পার্টির ভিতর টানিয়া আনা, সেজন্য তাহাদের ভিতর পার্টির কর্মসূচী ও বিভিন্ন দলিলপত্র প্রচার প্রয়োজন।

আজ এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া যে গণশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাদিগকে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে সংগঠিত করা, তাহাদিগকে স্ব স্ব শ্রেণীসংগঠনে সংঘবদ্ধ করা ও তাহাদিগকে পার্টির ভিতর সংগঠিত করাই আমাদের মূল কাজ। এই গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংহত কর, নব গঠিত কর ও ভবিষ্যতের সংগ্রামে অগ্রসর হও—ইহাই আমাদের মূল আওয়াজ।

বিপ্লবী অভিনন্দন
পি ও সি সেক্রেটারীয়েট